নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে পতাকা উত্তোলন যেমন আমাদের কর্তব্য তেমনই পতাকার যেন অসম্মান না হয় সেটাও দেখা আমাদের কর্তব্য। বিভিন্ন জায়গায় পতাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে সেগুলিকে দয়া করে তুলে রাখুন সসম্মানে। আর অঙ্গীকার নিন শুধুমাত্র সাজানোর জন্য দড়িতে লাগানো প্লাস্টিকের বা কাগজের পতাকা যেন আমরা আর না ব্যবহার করি।

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২৩ শ্রাবণ – ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ ঃ ০৯ আগষ্ট – ১৫ আগষ্ট, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 41, 09 August - 15 August, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বেআইনি নির্মাণ হলেও তা রক্ষা করতে ২০ লক্ষ

টাকা দিতে হবে। এই দাবি করার জন্য আসানসোল পুরসভার বিরুদ্ধে এফআইআর করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। জরুরী ভিত্তিতে এই মামলা শুনবে আদালত।

রবিবার : জম্মু কাশ্মীরের অখল জঙ্গলে লস্কর-ই-তৈবার

শাখা সংগঠন পাহেলগাঁও হামলায় অভিযুক্ত টিআরএফ-এর তিন জঙ্গিকে খতম করল যৌথ বাহিনী। অপারেশন অখল নামে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে যে অপারেশন চলছে তারই অন্তর্গত এই অভিযান।

সোমবার : গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

আটক করল কাকদ্বীপের ট্রলার এফবি পারমিতা ও তার ১৪ জন মৎস্যজীবীকে। জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে তাদের কোর্টে তোলা হবে।

মঙ্গলবার : কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে টিএমসিপির

প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে বিএ, এলএলবি, বিকম চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও সিন্ডিকেট সদস্যরা। উপাচার্য যানবাহন স্বাভাবিক রাখতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন ভিসি।

বুধবার : মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে ক্ষীরগঙ্গা নদীর হড়পা বানের তোড়ে

কয়েক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল উত্তরাখন্ডের উত্তরকাশী জেলার ধারালী গ্রামের প্রায় ২৫টি হোটেল ও হোমস্টে সহ বাড়ি ঘর। নিখোঁজ অন্ততঃ ৫০ জন।

বৃহস্পতিবার: বহু প্রতিক্ষিত ডিএ মামলার শুনানিতে আগেকার

মহাজনের মত আচরণ করা হচ্ছে বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কটাক্ষ করলো সুপ্রীম কোর্ট। শুনানী জারি রয়েছে। ডিএর অধিকার প্রতিষ্ঠাই বড় দাবী কর্মচারীদের।

শুক্রবার: লাগু হয়ে গেল ভারতীয় পণ্যে ট্রাম্পের ২৫% শুল্ক।

সঙ্গে এতদিনের নীরবতা ভাঙলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পের বন্ধু বলে পরিচিত নরেন্দ্র মোদী। বার্তা দিলেন বন্ধুতাকে বলি দিয়েও রক্ষা করবেন ভারতের কৃষক, মৎস্যজীবি ও পশুপালকদের।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সংস্কারের দৌড়ে হেরে গেল সামাজিক ন্যায়

ওঙ্কার মিত্র

পথের কাঁটা সুভাষ চন্দ্র বোসকে সরিয়ে দেওয়া গিয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের। মিশন সফল। নিজেদের বেছে নেওয়া নেটিভ নেতাদের হাতে ভারতের ক্ষমতা তুলে দিতে আর কোনো বাধা নেই। ইংরেজ ঘনিষ্ঠ দেশীয় নেতারাও নিশ্চিত, এবার তাদের হাতে ক্ষমতা আসতে চলেছে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে হবে। তাই মাস আটেক আগেই ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ বসলো সংবিধান সভা। জওহরলাল নেহেরু সমেত অনেকে পেশ করলেন মতাদর্শ দলিল। গরম গরম কথায় আঁকা হল স্বাধীন ভারতের চলার স্বপ্নমেদুর পথ। দীর্ঘ আলোচনা শেষে ভারতের জনগন যে সংবিধান আত্মস্থ করল তার সার্বজনীন মন্ত্র হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। এরপর একেবারে তৈরি করা ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী ভারত ভাগ হল, স্বাধীনতা এল, সংবিধান লাগু হল। শুরু হল

অর্থনৈতিক সংস্কার, বেশ কয়েকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর অগুন্তি দুর্নীতি পেরিয়ে আজ আমরা ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসের মুখোমুখি। ইংরেজদের আদব কায়দায় বেড়ে ওঠা কেতাদুরস্ত দেশী শাসকদের জয়যাত্রা। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল দেশবাসীর স্রোত, খাদ্য সংকট, দু-চার খানা বড়ছোটো যুদ্ধ, এক ডজন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, গন্ডা কয়েক এর মধ্যে আবার জরুরী অবস্থার কালো দিনও পেরিয়ে আসতে হয়েছে ভারতের গণতন্ত্রকে।

এই ৭৮ বছরে অনেকটা পাল্টেছে ভাররবাসী। আজ সে ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত, ডিজিটাল পেমেন্ট করে, শেয়ার বাজারে টাকা খাটায়, মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে। আজ সে সহ নাগরিকের ব্যাথায় কষ্ট পায় না, দুর্নীতি-স্বজনপোষণ করতে এতটুকু ভাবে না, লাভের আশায় নিজের দেশের লোককে খুন করতে, নারী সম্ভ্রম লুঠ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না, বড়দের সম্মান দেয় না। আজও সে ধর্মে-ধর্মে, জাতে-জাতে লড়াই করে। এরপর পাঁচের পাতায়

আজও গড়ে ওঠেনি আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মারক স্তম্ভ

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অখণ্ড ভারত ভূমির ভিতরে ঢুকে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা তুলে দিলেন তাঁদের শহীদ স্মারক বেদী আজও রাজধানী দিল্লির বুকে কোথাও গড়ে ওঠেনি। ইন্ডিয়া গেটের কাছে নেতাজীর স্ট্যাচু বসেছে। ইন্ডিয়া গেটের দিকে যেখানে প্রথম মহাযুদ্ধের ব্রিটিশ আর্মির নাম খোদিত আছে যে দিকেই স্যালুটরত নেতাজীর মূর্তি।

আজাদ হিন্দের স্মারক ওল্ড দিল্লির বুকে মেট্রো রেল করার সময় সাময়িক অপসারণ করা হয়েছিল বহু বছর আগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটিকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। অমৃত মহোৎসবের আঙিনা লালকেল্লায় নেতাজী ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে যে কয়েকটি কক্ষ ছিল সেগুলিকে সাজিয়ে আরেকটু বড় পরিসরে আজাদ হিন্দ সংগ্রহশালার উদ্বোধন হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে সিঙ্গাপুর, জাপান থেকে ১১৪ কোটি আই.এন.এ ফান্ডের টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যর্পন করা হয়েছিল। যদিও দেশভাগের পরে পরেই জহরলাল, রামমূর্তি প্রমুখের উদ্যোগে আজাদ হিন্দ সরকারের কোটি কোটি অর্থ ও সম্পদ লোপাট করা হয়েছিল বলে জানা যায়। ফেরত পাওয়া ১১৪ কোটি (১৯৮৭ সাল) দিয়েই দিল্লিতে আজাদ হিন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে বলে কেউ কেউ দাবি করেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার শহীদদের নামে খোদিত কোনও শহীদ স্মারক উদ্যান গড়া হয়নি একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো সত্ত্বেও। পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু শহীদদের নাম খোদিত ওয়্যার মেমোরিয়াল পার্ক ইন্ডিয়া গেটের পেছনে গড়ে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি নাগাল্যান্ডে রিজজু ভিলেজে আজাদ হিন্দ পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সমস্যায় জেরবার ডায়মন্ড মডেল

বেহাল সড়ক, পরিবহন, নিকাশী

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রকে মডেল কেন্দ্র বলে অনেকে অভিহিত করেন। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করেন বলেও প্রচার করা হয়। এমনকি প্রতি বছর উন্নয়নের হাল হকিকৎ জানাতে 'নিঃশব্দ বিপ্লব' নামে একটি বইও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই ডায়মন্ড মডেলে ৩টি সমস্যায় জেরবার জনগণ। প্রথম সমস্যা হল বেহাল সড়ক। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভার আমতলা নিবারণ দত্ত রোড সংস্কার শুরু হলেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে কাজ চলায় বর্তমানে রাস্তার বেহাল অবস্থায় প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন মানুষ। জল জমে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। এলাকার মানুষদের দাবি অবিলম্বে আমতলা থেকে বিবিরহাট পর্যন্ত নিবারণ দত্ত রোডের সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করা হোক দ্রুততার সঙ্গে। অন্যদিকে বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রোডের ও বেহাল অবস্থা। বর্ষার কিছুদিন আগে রাস্তার দু"ধারে শাল বলগা দিয়ে পাইলিং করা শুরু হলেও বেহাল সড়ক এখনও সংস্কার করা হয়নি। বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বজবজ বিধানসভার পূজালি থেকে বজবজ চৌরাস্তা পর্যন্ত বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের অবস্থা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। প্রতিবছরই বর্ষার আগে এই রোডের অবস্থা এমন হয় পূজোর আগে একটু প্যাচওয়ার্ক হয় আবার পূর্বতন অবস্থা ফিরে আসে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা লেগে আছে। অন্যদিকে মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত অধিকাংশ ওয়ার্ডই বর্ষার অনেক আগে থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর পাঁচের পাতায়

ট্রেনে পাথর ছুঁড়ে গ্রেপ্তার ২

সুব্রত মণ্ডল: বিগত কিছুদিন ধরে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মল্লিকপুর স্টেশনে কিছু দুষ্কৃতি লাগাতার পাথর ছুঁড়ছিল। ছোঁড়া পাথরের আঘাতে আহত হন ২ রেলযাত্রী। ২আগষ্ট সকাল ৭টা ২৫ মিনিট নাগাদ আপ শিয়ালদহ-নামখানা লোকাল ট্রেনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল মিঠুন মণ্ডল নামে এক রেলযাত্রী, তার মুখে দুষ্কৃতীরা পাথর ছুড়ে মারে। তাঁর ৩ টি দাঁত ভেঙে যায় ও ঠোঁটে আটটা সেলাই পড়ে। পুনরায় আবার ৪ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট সনাগাদ লক্ষীকান্তপুর-শিয়ালদা ডাউন ট্রেন মল্লিকপুর স্টেশনে ঢুকলে দুষ্কৃতীরা ভেন্ডার কামরা লক্ষ্য করে এলোপাথারি পাথর ছুঁড়তে থাকে। হোসেন আলী লস্কর নামে এক ফল ব্যবসায়ীর মাথা ফেটে যায়। অন্যদিকে আরও ৪জন রেল যাত্রী অল্প বিস্তর আঘাত পান। পরপর দুদিনের এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি হয় মল্লিকপুর স্টেশনের উপরে দিয়ে যাওয়া ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে। গত মঙ্গলবার বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বারুইপুর এসে কড়া বার্তা দেন। আরপিএফ ও জিআরপি অফিসারদের। এরপর দুয়ের পাতায়

নাম নেই পোর্টালে, সরকারি সুবিধা পাচ্ছে না মৎস্যজীবীরা

প্রিয়ম গুহ : কথায় আছে, মাছে ভাতে বাঙালি। বাঙালির সাথে মাছের যোগাযোগ সেই বহু কাল ধরে। স্বামী বিবেকানন্দও বারবার বলেছেন মাছের কারনেই বাঙালির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঞ্চার ঘটে পরবর্তীকালে গবেষণাও তাই বলছে। আর হবে নাইবা কেন, পরিসংখ্যান বলছে মাছ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়। ২ অগাস্ট বিহার, ঝারখান্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য উৎপাদন এবং মৎস্যজীবীদের ও মৎস্য চাষের হাল হকিকত নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আধিকারিক সহ কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গড়িমোষী এবং প্রকল্পগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনা না করার কথা বলেন কেন্দ্রীয় মৎস্যসম্পদ, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংহ। তিনি আরো

বলেন,'রাজ্যের ৩২ লক্ষ মাছচাষির মধ্যে মাত্র ৫১০০০ এনএফডিপি (জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পোর্টাল)-তে নিবন্ধিত। এর ফলে তাঁরা অনেক সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন না। রাজ্যে পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে মাছচাষের অনেক সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। সে ক্ষেত্রেও উৎসাহ কম। মৎস্যজীবীদের জন্য সমবায় গঠন, মাছ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি এবং শুকনো মাছের ক্লাস্টার গড়ে তোলা জরুরি। এতে কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাড়বে।

ছবি : প্রীতম দাস

এরপর পাঁচের পাতায়

পুরানো প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ, চাপানউতোর

সুভাষ চন্দ্র দাশ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া পঞ্চায়েতের দয়াপুর পি সি সেন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা চলছিল। অভিযোগ, যে প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল সেই প্রশ্নপত্রেই কয়েকদিন আগে পার্শ্ববর্তী যঞ্জেশ্বর বিদ্যায়তনে পরীক্ষা হয়েছিল। সেই নিয়েই সোমবার অভিভাবকরা প্রতিবাদে সরব হওয়ায় নিজের অন্যায় ঢাকতে নিজেই স্কুলে ভাঙচুর চালিয়েছেন টিআইসি কালিপদ

সরদার, দাবি অভিভাবকদের। অভিভাবকদের আরো অভিযোগ, স্কুলের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আগে ভাগেই পাঁচশো,হাজার টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রয় করা হয়েছে। বেশ কিছু অভিভাবক প্রশ্নপত্র না কিনে এলাকার মানুষকে জানায়। এলাকার অভিভাবক এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা সোমবার স্কুলে টিআইসি তথা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কালিপদ সরদারের কাছে ঘটনা জানার জন্য স্কুলে হাজির হয়। স্কুলে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন তারা। অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষকের শাস্তি চেয়ে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

ছুটি

আগামী ১৫ আগষ্ট, ২০২৫ ভারতের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সব বিভাগ বন্ধ থাকায় ১৬ আগষ্টের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ২৩ আগষ্ট থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে পত্রিকা।

— সম্পাদক

দুই সরকারের ভুল নীতি

রাজ্যে বেকারি শিল্প চরম সংকটে

বরুণ মণ্ডল : আমাদের দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে 'বেকারি শিল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। সেখানে আমাদের ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীর্ঘদিনের ত্রুটিপূর্ণ নীতির কারণে আমাদের রাজ্যের বেকারি শিল্প চরম সংকটের মুখোমুখি। তার থেকেও বড় কথা ভুলেভরা নীতি শুধরে নেওয়ার বিষয়ে এই দুই সরকারেরই কোনও হেলদোল নেই। এরাজ্যে নাকি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটছে। অথচ বেকারি শিল্পে বিগত ২০২২ সাল থেকে 'ফায়ার লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ রয়েছে। অথচ 'ফায়ার লাইসেন্স ছাড়া বেকারি শিল্প অচল। অন্যদিকে, ভারত সরকার গরিব নিম্ন মধ্যবিত্তদের সকাল রাতের খাদ্য বেকারি পণ্যে ১৮ শতাংশ জিএসটি বসিয়েছে। তা পরিবর্তনে পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনার বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। ৩ আগস্ট কলকাতার বিশ্ববঙ্গ মেলা প্রাঙ্গণে(মিলন মেলা) পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিইও আরিফুল ইসলামের উদ্যোগে রাজ্যের কমবেশি ৩০০ বেকারি কোম্পানির উপস্থিতিতে ২৫তম বার্ষিক বেকার্স সম্মেলন বসে। এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় তিন হাজার বেকারি কোম্পানি রয়েছে। আর তার মধ্যে প্রায় একহাজার বেকারি কোম্পানি কোনও মতে ভালোমন্দ মিলিয়ে মিশিয়ে মাথা তুলে বেঁচেবর্তে রয়েছে। বেকারি ইউনিট গুলি ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র খাতের অধীনে পড়ে। যেখানে কোটি কোটি মানুষ শ্রমিক ও বিক্রয়কর্মী হিসাবে কাজ করে। এরপর দুয়ের পাতায়

মূক ও বধির মৃৎশিল্পীর হাতে তৈরি হচ্ছে ৬০টি দুর্গা প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সালতিঘাটা মোড়ে গৌরাঙ্গ স্টুডিওতে এখন দম ফেলার সময় নেই মৃৎশিল্পীদের। কারণ আসন্ন শারদ উৎসবে গৌরাঙ্গ স্টুডিও এবার ৬০টি দুর্গা প্রতিমার অর্ডার পেয়েছে। এই গৌরাঙ্গ স্টুডিওর যিনি মুখ্য মৃৎশিল্পী তিনি হলেন ২৬ বছরের মূক ও বধির একজন দক্ষ মৃৎশিল্পী শুভজিৎ সাউ। তারই অধীনে প্রায় ১৯ জন কর্মচারী দিনরাত দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি তাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছিলাম তাদের কাজকর্ম দেখার জন্য। মূল যে মৃৎশিল্পী শুভজিৎ সাউকে গিয়ে আমরা যখন বললাম, তাদের এই মৃৎশিল্পীালয় সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই। তিনি আকার ইঙ্গিতে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার ভাই সৌম্যদীপ সাউকে কিছু বলছিলেন। সৌমজিৎ আমাদের জানালেন, তার দাদা কথাও বলতে পারেন না কানেও শোনেন না জন্ম থেকে। সৌম্যদীপই আকার ইঙ্গিতে তার দাদাকে বুঝিয়ে দিলেন কেন আমরা তাদের স্টুডিওতে এসেছি

এবং তিনি বললেন যা জিজ্ঞাসা করার আমাকেই করুন দাদার হয়ে আমি সমস্ত কথার উত্তর দিচ্ছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

চূর্ণি নদী আজ দূষণের শিকার

একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

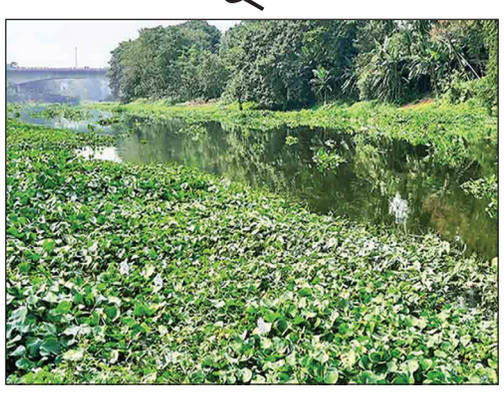

বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলার পদ্মা থেকে সৃষ্ট মাথাভাঙা নদী নদিয়ার মাজদিয়ার এসে দু ভাগে ভাগ হয়েছে। একটি শাখা ইছামতী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অপর শাখাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে চূর্ণি নামে প্রবাহিত। এই চূর্ণি নদী মাজদিয়া, হালালপুর, শিবনিবাস, হাঁসখালি, আড়ংঘাটা, রাধানগর, কালী নারায়ণপুর, বীরনগর, রানাঘাট, চাকদহ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলি নদীতে মিশেছে। প্রায় ৬৫ কিলোমিটার এলাকা দিয়ে প্রবাহিত এই নদী। ১৯৩০ সালে চূর্ণি নদীটি এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য পথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। নদীটির প্রবাহ পথে বেশ কিছু চর দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ইছামতী সংস্কার সহায়তা কমিটির সঙ্গে যুক্ত এবং স্থানীয় আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় জানান, 'বাংলাদেশের দর্শনীয় একটি চিনি কারখানার বর্জ্য পদার্থ মাথাভাঙা নদীতে বেশ কয়েক দশক ধরে ফেলার ফলে মাথাভাঙার শাখা চূর্ণি নদীর জল দূষিত হতে থাকে।' অনেকের মতে, ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ সরকার মাথাভাঙার পশ্চিম দিক থেকে চূর্ণি নামে একটি খাল কেটে ইছামতীর জলে ভাগ বসানোর পর থেকেই ইছামতীর উৎসমুখে জল প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। কথিত আছে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার প্রজা ও ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ও ভাগীরথীতে জল প্রবাহ বাড়াতে এই খাল খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে স্থানীয় মানুষেরা চূর্ণী খাল মানতে রাজী নয়। তাদের বিশ্বাস, এটি গঙ্গা(পদ্মা)-র জলে পুষ্ট একটি পবিত্র নদী। নদীপারের মানুষের দাবি, এই পবিত্র নদীটির সংস্কার ও দূষণের প্রতিকার করুক পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

ক্ষিপ্ত ট্রাম্প, চড়া শুল্ক

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি নিচের দিকে ২৪৫০০ ব্রেক করলে ২৪২০০ পর্যন্ত আসতে

পারে। ৬ আগষ্ট বুধবার নিফটি সূচক ২৪৫৭০ এখন দেখার বিষয় ২৪৫০০ কে ব্রেক করে কিনা তবে শেয়ার বাজার যে চূড়ান্ত বিয়ারিশ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যখন বিশ্ব বাজারের পতনের সাথে সাথে প্রত্যেকদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন তুঘলকের মত নানারকম ফতোয়া জারি করে চলেছে তখন শেয়ার বাজার যে কম্পিত হবে, অনিশ্চয়তায় ভুগবে এটাই স্বাভাবিক। আমেরিকার রাগের কারণ দুটি একটি হচ্ছে ভারত সস্তায় রাশিয়া থেকে তেল কিনছে দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভারত আমেরিকার সাথে প্রচুর ব্যবসা করলেও আমেরিকা সেটা করে উঠতে পারছে না। তাই প্রাথমিকভাবে ২৫ পার্সেন্ট শুল্ক বসানোর পরে আরও শুল্ক বৃদ্ধির হুমকি রয়েছে ভারতের উপর। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বন্ধু বলে আখ্যায়িত করা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এমন আচরণ সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলছে কেবল তাই নয় আগামচদিনে চিনের শুল্ক যদি ভারতের থেকে কমে যায় তবে কূটনৈতিক এবং আর্থিক দুই দিক থেকে চিন ভারতের থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করবে। এই পরিস্থিতির উপর বিচার করে আগামী সপ্তাহে ২৫০০০ একটা বড় রেজিস্টেন্স এর ভূমিকা পালন করতে চলেছে। অপরদিকে ২৪ হাজার লেবেল যেন ব্রেক না করে সেটাই এখন বড় চিন্তা বিনিয়োগকারীদের।

জেনে রাখা দরকার

ইতিহাসের ধারা

১৮৭৮: ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি।

১৮৮০: লর্ড রিপন গভর্নর জেনারেল। দুর্ভিক্ষ কমিশন।
১৮৮৩: দেশের প্রথম পাবলিক থিয়েটার স্টার (কলকাতা) নির্মাণ।
১৮৮৫: দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৮৯২: আসাম বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে উদ্বোধন।
১৮৯৩: যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওয়র্ল্ডস পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন্স–এ স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বক্তৃতা।
১৯০৪: প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা।

১৯০৫: বঙ্গ বিভাগ।
১৯০৬: যুগান্তর প্রকাশ। ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন।
১৯০৯: মর্লে–মিন্টো সংস্কার।
১৯১১: ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম খালি পায়ে ফুটবল ম্যাচে ভারতীয় আইএফএ শিল্ড জয় করে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব।
১৯১২: কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর।
১৯১৩: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ।

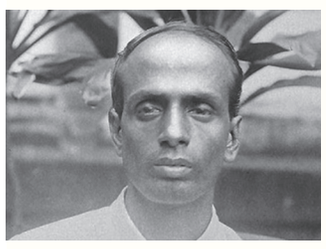

১৯১৬: লক্ষ্ণৌ চুক্তি। হোমরুল আন্দোলন।
১৯১৯: মন্টেগু–চেমসফোর্ড সংস্কার।
১৯২৩: বেঙ্গল প্যাক্ট।
১৯৩০: মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
১৯৩৫: সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (১৯৩২) ভিত্তিতে ভারত শাসন আইন।
১৯৩৭: সর্বপ্রথম বর্ধিত ভোটাধিকারসহ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন।
১৯৪২: গান্ধীজির ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
১৯৪৩–৪৪: মহাদুর্ভিক্ষ। প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি।
১৯৪৫–৪৬: সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৯৪৬: বাংলায় সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে মুসলিম লীগের নির্বাচনী বিজয়। ৬ জুন: মুসলিম লীগ কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিন্তু কংগ্রেসের আংশিক প্রত্যাখ্যান। ২৭ জুলাই: ক্যাবিনেট মিশনের ব্যর্থতার পটভূমিতে লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্র নিয়ে আন্দোলন। ১৬ আগস্ট: লিগের ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে পালন। ১৬–১৮ আগস্ট: কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ২৫ অক্টোবর: কেন্দ্রে কংগ্রেস–লীগ অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন।

১৯৪৭: ২০ ফেব্রুয়ারি: ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারত ত্যাগ করার ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা। ২০ এপ্রিল: নেহরুর পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। ২৭ এপ্রিল: সোহরাওয়ার্দির অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা পেশ। ২৮ এপ্রিল: গণ পরিষদে (দিল্লি) ভারত বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ। ৪ জুন: ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ১৫ আগস্ট: ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা। ২০ জুন: বাংলা ভাগের পক্ষে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে প্রস্তাব গ্রহণ। ৬–৭ জুলাই: গণভোটে সিলেট জেলার পূর্ববঙ্গে যোগদান। ১৬–২৪ জুলাই: বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের অধিবেশন। ১৮ জুলাই: ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট পাশ। ১৯ জুলাই: ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারত ও পাকিস্তান– দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। ১৩ আগস্ট : র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণা।

ক্রমশ

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৯ আগষ্ট – ১৫ আগষ্ট, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কর্মব্যস্ততা বাড়বে, যার ফলে শারীরিক অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। বাড়ির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। পেটের সমস্যা কাজের ক্ষতি করতে পারে। বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে। চিকিৎসার জন্য খরচ বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

বৃষ রাশি : জমি কেনা–বেচার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর্থিক দিক থেকে আয়ের যোগ ভালো। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে কিছু চিন্তা বাড়তে পারে। পারিবারিক সম্পর্ক মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে পেশাগত ক্ষেত্রে একটু কষ্ট বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি : সপ্তাহের শুরুতে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। সন্তানের বিষয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য এটি একটি শুভ সময়। কর্মজীবনে উন্নতির নতুন সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তবে তা দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহে আপনার আয় খুব ভালো থাকবে, তবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি কেনার সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি করতে পারে। শত্রুর দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ব্যবসায় নতুন কিছু শুরু হতে পারে।

সিংহ রাশি : কর্মচারীর সাহায্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের জন্য এই সপ্তাহটি শুভ নয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কাজের চাপের কারণে মেজাজ খিটখিটে হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে ভালো ফল পাবেন, তবে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে চেষ্টা করুন।

কন্যা রাশি : খেলাধুলার সঙ্গে যুক্তদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসবে না। আর্থিক দিক থেকে লাভ হবে, তবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন। নতুন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের আগে ভালো করে ভেবে নিন। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে।

তুলা রাশি : সপ্তাহের শুরুতে বেহিসেবি খরচের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগের জন্য ভালো সময়। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধুরতা বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : আপনার সৃজনশীলতা এই সপ্তাহে বাড়বে। যারা শিল্পকলার সঙ্গে জড়িত, তারা প্রশংসা পেতে পারেন। অর্থ উপার্জনের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। ভ্রমনের জন্য এই সপ্তাহটি উপযোগী। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

ধনু রাশি : সপ্তাহের শুরুতে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে। অন্যের সম্পত্তি আগলানোর দায়িত্ব আসতে পারে। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়বে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালতে গড়াতে পারে।

মকর রাশি : এই সপ্তাহে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি ঝুঁকি নিতে পারবেন। সম্পর্কের দিক থেকে সময়টা শুভ। পরিবারে ঐক্য বজায় থাকবে এবং প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পেশাগত জীবনে সাফল্য আসতে পারে।

কুম্ভ রাশি : সপ্তাহের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য এটি একটি শুভ সময়। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। অতিরিক্ত খরচের কারণে সঞ্চয় কম হবে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে আপনার শারীরিক শক্তি এবং উৎসাহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের জন্য প্রশংসা পেতে পারেন। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। আর্থিক দিক থেকে এটি একটি ভালো সপ্তাহ। তবে নতুন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের আগে ভালো করে ভেবে নিন।

লন্ডনে আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর সম্মান পেলেন তপন শাস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জুলাই লন্ডনে ৩৯ তম আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিল আসাম বঙ্গীয় জ্যোতিষ ও তন্ত্র সোসাইটি। দেশ–বিদেশের খ্যাতনামা জ্যোতিষীরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষ এবং তন্ত্র সম্রাট তপন শাস্ত্রীও এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত ছিলেন। ৩৯ তম আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলনে তাঁকে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর সম্মানে সম্মানিত করা হয়। তপন শাস্ত্রীর হাতে সম্মান তুলে দেন অ্যাডভোকেট জেনারেল মিস অ্যালেক্স। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষ ও তন্ত্র সম্রাট তপন শাস্ত্রী বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটির কাছে বিখ্যাত তান্ত্রিক পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেন। খুব ছোটবেলা থেকেই তার আধ্যাত্মিকতার চেতনার উন্মেষ হয়। বহু খ্যাতনামা এবং সেলিব্রিটি মানুষদের তিনি ভাগ্য গণনা করে ইতিমধ্যেই চর্চিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মানও লাভ করেছেন। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন তপন শাস্ত্রী। বর্তমানে তিনি কলকাতার বেহালা, রাজারহাট, সিঁথির মোড়, রাসবিহারী এবং প্রতি অমাবস্যায় তারাপীঠে তাঁর নিজস্ব আশ্রমে যজ্ঞ এবং ভাগ্য গণনা করে থাকেন। তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি প্রচুর বইও লিখেছেন। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত থাকেন। কর্ম, বিদ্যা, বিবাহ, ব্যবসা ক্ষেত্রে গণনা এবং তার প্রতিকার দিতে তপন শাস্ত্রী বিশেষভাবে পারদর্শী এটা বারবার প্রমাণিত।। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বুকিং নম্বর ৯৮৩০২৬৩৭০।

এসভিআইএসটির কর্মমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে বেকার সমস্যা নিরসনে কর্মসংস্থানে কাজের সুযোগ করে দিতে মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স টেকনোলজি অরফে এসভিআইএসটি। তাদের উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে জব ফেয়ারের আয়োজন করা হচ্ছে। শনিবার তাদের উদ্যোগে দক্ষিণ গোবিন্দপুরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে হয়ে গেল একদিনের কেরিয়ার ফেস্ট। এদিনের এই কর্মমেলা যৌথভাবে আয়োজন করেন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট ফর মডার্ন টেকনোলজি। এদিনের এই কর্মমেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের এসভিআইএসটি এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের নবীন প্রকৌশলী ও সদ্য স্নাতকদের জন্য কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ দিনের কর্মমেলায় বি.টেক (ইইই/ ইসিই/ ইই/ এমই/ সিএসই/ সিই), ডিপ্লোমা (ইই/ ইটিসিই/ এমই/ সিএসটি /সিসি), বিবিএ, বিসিএ, আইটিআই(যেকোনো ট্রেড) এবং অন্যান্য স্নাতকগণের যোগ্য পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন ৩৮টি স্বনামধন্য সংস্থা এবং ৫০০–এর বেশি চাকরি সন্ধানকারী ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। এ ব্যাপারে এসভিআইএসটির সিইও এবং ডিন এবং ইনোভেশন, এন্টারপ্রেনারশিপ সন্দীপ দও প্রযুক্তি নির্ভর চাকরির বাজারে উদীয়মান ক্যারিয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং ছাত্র ছাত্রীদের উদ্ভাবনী মনোভাব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। এসভিআইএসটির উপ–রেজিস্ট্রার ড: সোমনাথ দাস অ্যাকাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মেল বন্ধনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই ধরণের ইভেন্ট কিভাবে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবধান কমায় তার ব্যাখ্যা করেন। এসভিআইএসটির সহকারী অধ্যাপক ও যুগ্ম বিভাগীয় প্রধান শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্য ঘোষ ছাত্রদের উৎসাহিত করেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে। এসভিএসটির অধ্যক্ষা ড: সোনালী ঘোষ চাকরিযোগ্যতা এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতির উপর জোর দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন এই ধরনের উদ্যোগের। সহকারী অধ্যাপক তথা এই মেলার আহ্বায়ক ড. মো: আতাউর সাফি রহমান লস্কর এই কর্মমেলার মূল সংগঠক হিসেবে ৩৮টি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে এইচ আর প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করেন এবং শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেন। এদিনের এই কর্মমেলায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদের উৎসাহী অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফল হয়ে ওঠে। আগামীদিনের বিভিন্ন সংস্থান কাজের সুযোগ করে দিতে এই ধরনের মেলার আয়োজন করা হবে বলে জানা গেল।

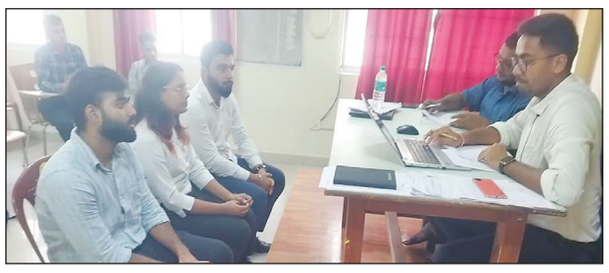

অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে এন্ট্রে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নকে সফলতার পথে এগিয়ে নিতে, আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড তাদের ১৬ বছরের যাত্রায় নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে। ভারতের পরীক্ষামূলক প্রস্তুতি প্রদানকারী শীর্ষ সংস্থা হিসেবে তারা গর্বের সাথে ঘোষণা করছে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় উদ্যোগ – এন্ট্রে ২০২৫ (আকাশ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট হান্ট এক্সাম)। দেশের শিক্ষার্থীদের কাছে বহুল প্রতীক্ষিত এই বাৎসরিক পরীক্ষার মূল লক্ষ্য, পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজেদের চ্যালেঞ্জ ছাড়িয়ে প্রকৃত সমস্যা সমাধানকারী হয়ে উঠতে সহায়তা করা।

শুধু তাই নয়, শিক্ষার সবার কাছে পৌঁছে দিতে এন্ট্রে ২০২৫–এ রয়েছে ক্লাসরুম, আকাশ ডিজিটাল এবং ইনভিক্টাস কোর্সে সর্বোচ্চ ১০০% স্কলারশিপ, যার মোট মূল্য ২৫০ কোটি টাকা, এবং রয়েছে নগদ পুরস্কারও ২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত। এতে ছাত্রছাত্রীরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী ডাক্তারি (মেডিকেল) কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ারের স্বপ্ন পূরণের আরও কাছে যেতে পারবে।

সংস্থার সিইও এবং এমডি, দীপক মেহেত্রা বলেন, 'এন্ট্রেএখন ভারতের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। গত ১৬ বছর ধরে, আমরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক অবস্থা বা অবস্থান নির্বিশেষে তাদের স্বপ্নপূরণে সাহায্য করেছি। আকাশে, আমরা বিশ্বাস করি–প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সমাধান খোঁজার ক্ষমতা আছে, তারা চিন্তা করতে পারে, চ্যালেঞ্জ নিতে পারে এবং বড় পরিবর্তন আনতে পারে।'

এন্ট্রে পরীক্ষা ২০২৫ সালের ৪ থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইন ও অফলাইন মোডে অনুষ্ঠিত হবে।

ট্রেনে পাথর

প্রথম পাতার পর

বিমান বাবুর কড়া ভাষায় বলেন, অবিলম্বে রেল যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। গত মঙ্গলবার রাতে সোনারপুর জিআরপি তল্লাশি চালিয়ে মল্লিকপুর এলাকা থেকে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। আসামীর নাম শেখ রুবেল ও মোহাম্মদ আফ্রিদি।

উল্লেখ্য, রেল ও পুলিশের উদাসীনতায় দক্ষিণ শাখার স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকা দুস্কৃতিদের আস্তানায়

পরিণত হয়েছে। এই শাখায় রাতের ট্রেন যাত্রা রীতিমত আতঙ্কের। বছর চারেক আগে এরকমই ঘটনা ঘটে ঘুটিয়ারি স্টেশনের কাছে। স্থানীয়দের দাবি, মূলত পুলিশের উদাসীনতার বাড়বাড়ন্ত সমাজ বিরোধীদের। তবে এবার বারুইপুর জিআরপি ব্যর্থ হলেও সোনারপুর জিআরপির তৎপরতায় দৃস্কৃতিরা গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ এদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করছে প্রকৃত কারণ জানতে। এদের প্রকৃত পরিচয় জানারও চেস্টা চলছে। আপাতত স্বস্তিতে ট্রেনযাত্রীরা।

রাজ্যে বেকারি শিল্প চরম সংকটে

প্রথম পাতার পর

এই বেকারি শিল্পের মূল পণ্য হল রুটি। এছাড়াও বেকারিতে বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয়। যা সাধারণ মানুষের কাছে একটি সস্তা ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভালো চাহিদা ছাড়াও রোল, ক্রিম রোল, লাচ্চা, বান ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়। দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতাল ও নার্সিং হোম গুলিতে রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

এই জাতীয় নতুন নতুন সুযোগের সম্ভাবনা যেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে গত ৩০ বছর যাবৎ এই রাজ্যে বেকারি শিল্প বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। এই এমএসএমই শিল্পে বিভিন্ন ধরনের ১০টি লাইসেন্স, বিদ্যুৎশক্তি অনুমোদন ও ৩টি কর কাঠামো ভারী ও মাঝারি শিল্পের মতোই। ফলে এই শিল্পের লাভের হার দিন–দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই সমগ্র এমএসএমই খাত এক বিরাট সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে এবং বেশিরভাগ ইউনিট আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ও তাদের উৎপাদিত পণ্য লাভজনকতা হারাচ্ছে। বিনিয়োগের ১৫ শতাংশ আয়ও কঠিন হয়ে

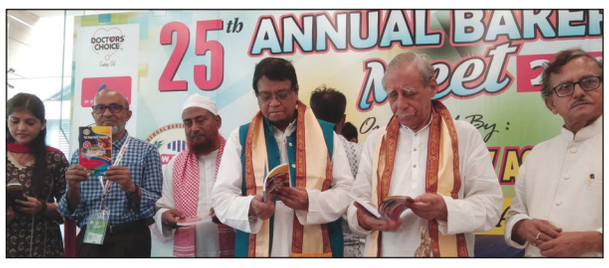

পড়ছে। দিন–দিন বেশিরভাগ ইউনিট বন্ধ হওয়ার পথে। তাই বেকারি শিল্পের দাবি, বেকারি পণ্যে জিএসটি'র হার সর্বনিম্ন শতাংশে আনা হোক। তাৎক্ষণিক ভাবে এক জানালা লাইসেন্স ব্যবস্থা চালু করা হোক। এবং ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বিদ্যুতের চার্জ অবিলম্বে পর্যালোচনা করা হোক।

এদিনের ২৫ তম বার্ষিক বেকার্স মিটে বেকারি পণ্য তৈরিতে যেটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য সেই ইস্ট নিয়ে পর্যালোচনা করেন ওরিয়েন্টাল ইস্টের(কোবো ইস্ট) পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি সুরজিৎ রায়, কোয়ালিটি ও ফুড সেফটি বিষয়ে পর্যালোচনা করেন ভারত চেম্বার্স অব কমার্সের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি রুদ্রাণী মিত্র, দুর্গাপুর–আসানসোলের প্যারামাউন্ট'স ওয়েল বেকের কর্ণধার শেখ আবু জাফর, কলকাতার মেটিয়াব্রুজের মোতি কনফেকশনারির কর্ণধার আব্দুল মতালব খান। আরিফুল ইসলাম জানান, 'কলকাতার রবীন্দ্রনগরসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক ধর্মীয় সংঘর্ষে যে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তাতে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে বেকারি শিল্পও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ওই সমস্ত অঞ্চলে বেকারি পণ্য বিক্রি একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। অন্যাদিকে, রুদ্রাণী মিত্র জানান, 'কলকাতাস্থিত ভারত চেম্বার্স অব কমার্সে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসারদের সঙ্গে মিটিং হয়ে থাকে। সেখানে বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন উপস্থিত থেকে আপনাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সমস্যা গুলি যদি তুলে ধরেন তাহলে বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হতে পারে।

শব্দবার্তা ৩৫৬

১	■	■	২		৩		
	■	■		■		■	■
৪				■		■	■
	■	■	■	■	৫		৬
৭		৮	■	■	■	■	
■	■		■	৯			
■	■		■		■	■	
১০					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। দখলের অভাব ৪। হজম ৫। সংস্কৃত ছন্দবিশেষ ৭। বিজয়া দশমীর উৎসব ৯। চশমা ১০। যে কাগজে প্রতিজ্ঞা লেখা হয়।

উপর–নীচ

১। লোকনিন্দা ২। আশ্চর্যান্বিত ৩। বেহায়াপনা ৬। সচ্চরিত্রতার জোর ৮। বড় সদর দরজা ৯। সাদৃশ্য, তুলনা।

সমাধান : ৩৫৫

পাশাপাশি : ১। মহারাজ ৪। বদ ৫। আদিকারণ ৭। জলদি ৯। খনন ১০। আবামপন্থী ১১। ধন ১২। ঘরদোর
উপর–নীচ : ১। মদ ২। রাতদিন ৩। কারণ ৪। বগলদাবা ৬। রঘুনন্দন ৮। উপকার ১০। অযোগ্য ১১। ধর

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ভাঙড়ে রাস্তা বেহাল দুর্ভোগে স্কুল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের বাগানআইট তালেব মোল্লার মোড় থেকে ভাঙড় বাজার এবং বিবিরাইট পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ রাস্তার বেহাল দশা। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্তে জমে রয়েছে জল, যার ফলে প্রতিদিনই চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে

সাধারণ মানুষকে। এই রাস্তাটি ভাঙড় কলেজ, ভাঙড় থানা, ভাঙড় উচ্চ বিদ্যালয়, ভাঙড় গার্লস স্কুল ও ভাঙড় বাজারের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছানোর একমাত্র প্রধান পথ। অথচ দিনের পর দিন সংস্কারের অভাবে রাস্তাটির পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষার সময় গর্তে জমা জল দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। শিশু, বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, সকলেই প্রতিদিন আতঙ্কের মধ্যে পথ চলছেন। একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ পথচলতি মানুষ ও এলাকাবাসীরা। এ প্রসঙ্গে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'খুব শীঘ্রই রাস্তাটির সংস্কার কাজ শুরু হবে এবং মানুষের ভোগান্তির অবসান ঘটবে।'

হচ্ছে না রাস্তা সংস্কার

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিরহাট চাঁদনী মোড় থেকে নিমতলা যাবার রাস্তার সংস্কারের অভাবে বেহাল দশা। এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয়নি বলে এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ। রাস্তা ছোট বড় গর্তে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তাটি মুন্সিরহাট চাঁদনী মোড় থেকে নিমতলা হয়ে হুগলির জাঙ্গিপাড়ায়, উদয়নারায়ণপুরও, মোষহাট, ফুরফুরা শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এদিকে জগৎবল্লভপুর, বড়গাছিয়া

হয়ে ডোমজুড় হাওড়া রোডের সঙ্গে মিশিছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি বর্তমানে বেহাল দশা। পিচের প্রলেপ উঠে ছোট বড় গর্তে পরিণত হয়েছে। অসুবিধায় এলাকাবাসী থেকে নিত্যযাত্রীদের সকলের। এলাকাবাসী থেকে নিত্যযাত্রীদের সকলের প্রশাসনের কাছে আবেদন এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করে সকলের যাতায়াতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হলে সকলেই উপকৃত হবে। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের কোন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

আবারও গঙ্গাসাগরে নদীবাঁধে ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতি ভারী বৃষ্টিতে গঙ্গাসাগরে নদী বাঁধে ধস নামলো। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের নতুন ঘেরী কলোনি এলাকায় জল

নিকাশি লাগোয়া নদী বাঁধে হঠাৎ ধস নামে। এরপরেই আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়রা জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে গঙ্গাসাগরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মাটির নদী বাঁধটি ধস নিয়েছে। সামনেই রয়েছে পূর্ণিমা কোটাল খুব শ্রীঘ্রই বাঁধ মেরামত না করা হলে এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকে যেতে পারে। ফলে বড়সড়ো ক্ষতির মুখে পড়বো আমরা। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত বাঁধ মেরামত করুক। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই নদী বাঁধ মেরামত করা হবে।

পুজো দিতে এসে জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ আগস্ট বজ বজের চিত্রিগঞ্জ কালি বাড়ির সন্নিকটে হুগলি নদীতে স্নান করতে নেমে শুভম সাউ(১৮) নামে এক যুবক জলে তলিয়ে গেল। শুভমের পারিবারিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, তারাতলা থেকে শ্রাবণ মাসের সোমবারের সকালে বজ বজের চিত্রিগঞ্জের কালীবাড়িতে মহাদেবের নামে পুজো দিতে এসেছিলেন ওই পরিবার। পুজো দেবার আগে স্নান করতে নামে। ঘাটে অপেক্ষারত একজন শুভমের তলিয়ে যাওয়া দেখে চিৎকার করে ওঠে। ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। খবর দেয়া হয় বজ বজ তদন্ত কেন্দ্রে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। স্থানীয় ডুবুরিদের গঙ্গায় নামিয়ে শুভম সাউয়ের খোঁজ করা হতে থাকে।। কিছুক্ষণ পর শুভমের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে বজ বজ পৌর হাসপাতালে পাঠালে মৃত বলে ঘোষণা কগে। এই ঘটনায় এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ডায়মন্ড হারবার পোস্ট অফিস

অরিজিৎ মণ্ডল : সকাল থেকে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন দূরদুরান্ত থেকে আসা গ্রাহকেরা কারণ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ডায়মন্ড হারবার পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আগেই নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছিল গত মাসের ৩০ তারিখ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত নতুন সফটওয়্যার আপডেটের কাজের জন্য বন্ধ থাকবে পোস্ট অফিস পরিষেবা। সেই মতোই গ্রাহকরা ৭ তারিখ সকাল থেকেই তাদের বিভিন্ন দরকারে পোস্ট অফিসের সামনে ভিড় জমাতে থাকে কেউ এসেছেন তাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্টের টাকা

আনতে কেউ বা পেন্সিয়ান আবার কারোর বা সামনে ১৫ আগস্টে জন্য বিভিন্ন ধরনের জাতীয় পতাকা কুরিয়ারের উদ্দেশ্যে।

পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত নতুন যে সফটওয়্যারটি আপডেট করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তার কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না। কবে হবে তার উত্তর তাদেরও জানা নেই। ফলেই সকাল থেকে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে গ্রাহক থেকে শুরু করে বিভিন্ন এজেন্টদের। মূলত পোস্ট অফিসের এজেন্ট এর দাবি বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে তাদের টাকা নেওয়া হয়েছে সঠিক সময় টাকা জমা দিতে না পারলে ফাইনের মাত্রা বাড়তে থাকবে কিন্তু পোস্ট অফিস বন্ধ থাকায় কোনভাবেই টাকা আদান–প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না ফলে সাধারণ মানুষ এজেন্টদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ফলে ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাদেরকেও। কিন্তু কবে পোস্ট অফিস সচল হবে কবেইবা সফটওয়্যার স্বাভাবিক হবে তার উত্তর কর্তৃপক্ষের জানা নেই যে কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ডায়মন্ড হারবার পোস্ট অফিস।

হাঁটু জলে নৌকায় করে পরীক্ষা

অভীক মিত্র : টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বীরভূমরে সাধারণ জনজীবন। একাধিক কজওয়ে জলের তলায় ফাটল ধরেছে তিলপাড়া ব্যারেজে ফলে ব্যাহত যান চলাচল। হাঁটু জল পেরিয়ে নৌকায় করে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আবার অন্যদিকে হাঁটু জলে হলো বিয়েও। ৪ আগস্ট থেকে বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ইউনিট টেস্ট। কুঁয়ে নদীর জল বেড়ে জলবন্দি লাভপুর ব্লকের কুরুন্নাহার গ্রামপঞ্চায়েতের শীতলগ্রাম। বন্যাদুর্গত ঠিবা গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকা থেকে কুরুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয় এবং জামনার দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নৌকায় চেপে পরীক্ষা দিতে আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ৩ দিনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে বিদ্যালয়গুলির কতৃপক্ষ। ভেঙ্গে গিয়েছে ছাউনি, ত্রিপল টাঙিয়ে জমা জলের উপর সোমবার রান্না হয় লাভপুর ব্লকের ধ্রুববাটি অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্রে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন কঙ্কালীতলা মন্দির। সেই জল ডিঙিয়ে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে শ্রাবণ মাসের রবিবারে ইলামবাজারের প্রিয়তোষ রায় এবং শ্রাবণী সরকার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। এক কোমর জলে নেমে পার হয়ে যেতে হচ্ছে স্কুল কলেজ হাসপাতাল। এমনি বেহাল অবস্থা জেলার দুটি

গ্রামপঞ্চায়েতর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। লাভপুর ব্লকের জামনা, ঠিবা গ্রামপঞ্চায়েতের ধ্রুববাটি গ্রাম থেকে চতুর্ভূজপুর যাওয়ার রাস্তা বছরের ৩ মাস জলমগ্ন থাকে ফলে এক হাঁটু ভর্তি জল জমা রাস্তায় কোমড়ে গামছা বেঁধে কাঁধে সাইকেল নিয়ে পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে যেতে হয় ধ্রুববাটি বসন্তকুমারি উচ্চবিদ্যালয়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বহু বছর ধরে এখানে ব্রীজ করার জন্য দাবি এলাকার বাসিন্দাদের কিন্তু সেই ব্রীজ করার জন্য পিলার তৈরী হয়ে পড়ে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। সেই ব্রীজ আর তৈরি হয় নি। ফলে জামনা, চতুর্ভূজপুর, ফিংতোড়, জয়চন্দ্রপুর সহ অনেক গ্রামের পড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীরা এই বর্ষার সময় চরম অসুবিধার সম্মূখীন হয়। ওই এলাকার বাসিন্দা তথা জেলা সিআইটিইউ নেতা দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, 'এখানে ব্রীজের দাবি দীর্ঘদিনের। জেলা প্রশাসনের গাফিলতিতে নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ আজও অসমাপ্ত। তিনি ওই ব্রীজ দ্রুত তৈরি করার দাবি জানান।'

টানা বর্ষণে দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি

ফিরে এলো আড়াই দশক আগের আতঙ্ক

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: টানা বর্ষণ সহ একাধিক জলাধারের ছাড়া জলের কারণে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। এবারে বর্ষায় দক্ষিণবঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে আড়াই দশক আগের বন্যাতঙ্ক উসকে দিচ্ছে সকলের মনে। অবশ্য এমনতর হওয়াটাই স্বাভাবিক। গঙ্গা–ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, ব্রাহ্মণী,খড়ি, বাঁকা, বাবলা প্রভৃতি নদনদী এইমুহূর্তে জলে টইটম্বুর। হুগলির আরামবাগ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, পূর্ব বর্ধমানের রায়না প্রভৃতি এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জলবন্দি অবস্থায়। বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি জলের তলায়। মার খেয়েছে আমন ধান সহ সবজি ও ফুলফলাদি চাষ। ফলে আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য কৃষক।

পূর্ব বর্ধমানের ভাগীরথী সীমান্তবর্তী কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার অনেকাংশে নদীভাঙনে রীতিমতো উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। উদ্ভূত বিপর্যয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দুঃশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য বিভিন্ন জায়গার বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণও করেছেন। অনেকেরই দাবি, এবারে বর্ষা মরশুমের প্রথম থেকেই অঝোরধারা যেভাবে রাজ্যবাসীকে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছে তা দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। ২০০০ সালে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল রাজ্যবাসীকে। কিন্তু, সেবার বিশ্বকর্মা পূজার দিন থেকে সপ্তাহখানেক টানা বর্ষণের কারণেই পরিস্থিতি সঙ্কটজনক

হয়েছিল। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তৃণমূল কংগ্রেসের অবিসংবাদী বিরোধী নেত্রী। তিনি সেই বন্যাকে 'ম্যান মেইড' আখ্যা দিয়ে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে নানাবিধ অভিযোগের তিরে বিদ্ধ করেছিলেন।সেই বিপর্যয়ের পর এতগুলি বছর কেটে গেলেও কিন্তু, ভুক্তভোগী মানুষগুলির স্মৃতিতে ভয়াবহতার দাগ মোছেনি। তাই এসময় টানা বর্ষণ দেখলেই সকলের মনে ২০০০ সালের বন্যার আতঙ্ক গ্রাস করতে থাকে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় দক্ষিণবঙ্গে বর্ষণের দাপট সাধারণত আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে।যেকারণে একাধিকবার দুর্গাপুজোর সময় বৃষ্টিপাতের বিষয়টিও অনেকেরই অজানা নয়। আশ্বিন মাসের এখনও ঢের দেরি। তবে, ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের নদনদী থেকে শুরু করে খালবিল, নালা, মাঠঘাট প্রভৃতি যেভাবে জলে ভ'রে রয়েছে তাতে এরপরেও যদি টানা বৃষ্টিপাতের প্রকোপ চলতে থাকে; তাহলে ফের বন্যার আশঙ্কা কিন্তু একেবারেই অমূলক নয়।

পুজো অনুদানে না

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : যতদিন পর্যন্ত অভয়া ন্যায় বিচার পাচ্ছে না ততদিন সরকারি অনুদান নেবে না বলে জানান জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ ও ১৪ নং পল্লী সার্বজনীন দূর্গাপুজো কমিটির সদস্যরা। এ ব্যাপারে এই পুজো কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য তথা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীর বৈদ্য বলেন, 'অভয়ার মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হল অথচ এখনো অভয়া ন্যায় বিচার পেল না। তাই আমরা গত বছরের মতন এবছরও সরকারি অনুদান নিয়ে পুজো করবো না। আমরা আমাদের এলাকার মানুষের সহায়তায় এবছর ও এই পুজো করব। সময় মত আমরা লিখিতভাবে জয়নগর থানা ও জয়নগর ব্লক প্রশাসনকে জানিয়ে দেবো।' এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৭ ও১৪ নম্বর পল্লীর অধিবাসী বৃন্দ।

মুম্বাইতেই থাকতে চায় বাবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুদিন আগেই বিষ্ণুপুর থানার জুলপিয়া এলাকায় বাবাই সরদার নামে এক যুবক এর পরিবার বিষ্ণুপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে যে তাদের ছেলেকে মুম্বাইয়ে বাংলাভাষী বাংলাদেশী সন্দেহে আটকে রাখা হয়েছে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন অন্যদিকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ চারজনের একটি প্রতিনিধি দলও পাঠায় তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে বাবাই সরদার নামে ওই যুবক কে আটকে রাখা হয়েছিল তবে বর্তমানে সে ওই মুম্বাইতেই থাকতে চায় এবং যে কাজ করছিল সেই কাজই সে করতে চায়। ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, গোটা বিষয়টির তদন্ত করা হচ্ছে, এই ঘটনার পেছনে কাউকে জোর করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সমস্ত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তবে বাবাই সরদারের ভাইয়ের দাবি বিজেপির পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে তার দাদাকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। আগামী দিনে তার দাদার কিছু হয়ে গেলে তার দায় বিজেপি সরকার নেবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গার্ডেনরীচের অফিস যাত্রীদের দুর্ভোগ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গার্ডেনরীচ ও বি এন আর–এর অফিস যাত্রী রেল অফিসের সামনের রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ থাকার অল্প অনেকেই ইচ্ছাসত্ত্বেও সময়মত অফিসে হাজিরা দিতে পারছেন না বিশেষ করে, মহিলা ও শারীরিক অক্ষম যাত্রীদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। যাত্রীদের এই দুর্ভোগের কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, সি. এম. ডি. কর্তৃপক্ষ উক্ত রাস্তা ও নিমক মোহল রাস্তার নীচ দিয়ে রিমুভ্যাল্ ওফ ওয়াটার লজিং প্রোজেক্ট অনুসারে সুগভীর জল নিকাশী পয়ঃপ্রণালী তৈরী করেছেন। এই কাজ নীমক মোহল রাস্তায় ১৯৭৩ সালে এবং গার্ডেন রীচ সড়কে ১৯৭৪ সালে শুরু হয়েছে। কবে শেষ হবে নোটিশ বোর্ডে তার কোন তারিখ নেই। এই অবস্থায় ঐ রাস্তা দিয়ে বৃহদায়তন লরী ট্যাক্সি ও সম্প্রতি ৪২নং বাস এক দিক দিয়ে (ওয়ান ওয়ে) চলাচল করলেও ১২, ১২–এ, ১২বি, ১২সি, মিনিবাস ও ১নং বাস ওপথ মাড়াচ্ছে না। সেইসঙ্গে বর্ষার হাইড, রোড জলমগ্ন হলে যাত্রীদের কী পরিমাণ দুর্ভোগ বাড়ে সরেজমিনে গিয়ে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছি। স্থানীয় অধিবাসীদের বক্তব্য, যে সব কণ্ডাক্টার এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তারা নাকি নানান অজুহাত দেখিয়ে গড়িমসি চালিয়ে যাচ্ছেন। এই শ্লথগতি অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের সাময়িক কষ্ট লাঘবের নিমিত্ত সমস্ত বাস এবং মিনিবাস যাতে অন্ততঃ এক দিক দিয়ে চলাচল করে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে তৎপরতা হওয়া উচিত।

৯ম বর্ষ, ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫, শনিবার, ৩৬ সংখ্যা

খাদান এলাকা সিলিকোসিস আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাথর খাদানের সাথে এবার খড়ি খাদান এলাকাতেও মিলেছে সিলিকোসিস আক্রান্তের হদিশ! পরীক্ষামূলকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেই খড়ি খাদান এলাকার শ্রমিকদের অনেককেই প্রকৃত সিলিকোসিস আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তাতে রয়েছে ৩৫ থেকে ৭০ উর্ধ্ব পুরুষ–মহিলা শ্রমিক। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৪ জুলাই সিউড়ি সদর হাসপাতালের বক্ষরোগ বিভাগে হয়েছিল সন্দেহজনক সিলিকোসিস আক্রান্তদের চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উঠে আসা চিত্রের ভীত্তিতে ৩১ জুলাই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায় তারমধ্যে ১৪৬ জনকে সন্দেহজনক সিলিকোসিস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেই ১৪৬ জনের মধ্যে আবার ৮১ জনকে প্রথম পর্যায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার (থুথু পরীক্ষা, এক্স–রে,পিএফটি, এইচআরসিটি) জন্য ডাকা হয়েছিল সিউড়ি সদর হাসপাতালে। ২৪ জুলাই সেই ৮১ জনকে নিরীক্ষনের পর এদিন তাদের মধ্যে ৫২ জনকে সিলিকোসিস আক্রান্ত বলে ঘোষনা করে তাদের হাতে প্রয়োজনীয় নথি তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'এই আক্রান্তদের মধ্যে এবার আর শুধু পাথর শ্রমিকই নেই, ভাল সংখ্যায় খড়ি খাদানের শ্রমিকও আছে। শেষ দু–মাসে হওয়া ক্যাম্পগুলি পাথর এলাকা ছাড়াও পরীক্ষামূলকভাবে খড়ি খাদান এলাকাতেও করা হয়েছিল। তাতেই ইতিবাচক ফল মিলেছে। বলতে দ্বিধা নেই সংখ্যাটা এখনও নগন্যই। বাস্তবে সংখ্যাটা ঢের বেশি।' বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার উপ–মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃনাল ঘোষ বলেন, 'সমস্ত রোগী শ্রম দফতরের আওতায় বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা পাবেন এবং নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।'

গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি আশ্রমের সামনে শুরু হয়েছে বাঁধ মেরামতির কাজ।

ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে বাড়ি, রান্নাঘরেই ঠাঁই প্রতিবন্ধী পরিবারের

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভেঙে গিয়েছে মাটির বাড়ি। প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে রান্না ঘরেই কোনরকমে বসবাস চালাচ্ছে গঙ্গাসাগরের অন্ধ বৃদ্ধা। প্রতিবন্ধী ছেলে সরকারি সাহায্য পেলেও সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত এই বৃদ্ধা। সাগর বিধানসভার অন্তর্গত গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর এলাকায় ছবি বারি (৭৫) তার প্রতিবন্ধী ছেলে জয়দেব বারিকে নিয়ে জীবন যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবারের আয় বলতে প্রতিবন্ধী ছেলের ভাতা,জয়দেবের মা সম্পূর্ণভাবে অন্ধ দুচোখে কোনভাবেই দেখতে পায় না। কোন রকম ভাবে হাত ধরে ধরে সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি করেন মায়ের এই কাজে সাহায্য করে জয়দেব। বৃদ্ধা ছবি বারিক জানান, 'কোনরকম সরকারি সাহায্য পাই না। আমাদের বাড়িটাও ভেঙে গিয়েছে, রান্নাঘরে কোনরকমে ছিটে বেড়াতে রয়েছি। আমি অন্ধ কোন কিছুই দেখতে পাই না। সরকারি সাহায্য কবে পাবো? তাও জানিনা।' প্রতিবেশী বাদল দাস বলেন, 'সম্প্রতিকালে ঝড়ের কারণে বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। আমরা প্রতিবেশী হিসেবে চাই এই অসহায় পরিবারের পাশে দাড়াক সরকার।' জয়দেব বারিক বলেন, 'আমাদের যে সকল আত্মীয়রা রয়েছে তারা সকলেই

সুস্থ। তারা আমাদের খোঁজখবর নিতে আসে না আমি আর আমার অন্ধ মা দুজনেই এখানে থাকি। আমি ছোটখাটো দিনমজুরের কাজ করি আর আমের ভাতায় কোন মতে চলে যায় সংসার। আমাদের এই অসহায় পরিবারের দিকে সরকার মুখ তুলে তাকাক এটুকুনি আমার কাম্য।'

এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে, ছবি দেবী তিনি বার্ধক্য ভাতা পেতেন কোন কারণ বশত তিনি আর এই বার্ধক্য ভাতা পান না। আমরা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করব ইতিমধ্যেই উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও এর সাথে আমরা কথা বলেছি যত দ্রুততার সাথে ওই বৃদ্ধার বাংলার আবাস যোজনার আওতায় এনে ওই বৃদ্ধার মাথা গোঁজার ঠাঁই যাতে করা যায় সেদিকেই আমরা তৎপর রয়েছি।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ০৯ আগস্ট – ১৫ আগস্ট, ২০২৫

দেশভাগের গোপন সত্য

১৯০ বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতা মুক্ত ভারত এবং বহুল প্রচলিত স্বাধীনতা দিবসের মাহাত্ম্য বর্ণনায় রাজনৈতিক দলগুলি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের চর্চায় লবণ সত্যাগ্রহ, চরকা চালনা এবং ভারত ছাড়ো ডাকে নাকি ব্রিটিশ এদেশ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে গেছে। শিশু পাঠ্য থেকে উচ্চতর স্তরের বইপত্রে এমন অবাস্তব ইতিহাসের স্থায়ী ছবি এঁকে রাখা হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে কালাধার কান্ড ঘটেছিল। গান্ধী নেহেরু পরিবারের একপেশে ইতিহাসকে তাম্রপত্রে খোদিত করে লালকেল্লায় মাটি খুঁড়ে তলায় প্রোথিত করা হয়েছিল। বিরোধীদের প্রবল আপত্তি ও চাপে অবশেষে ইন্দিরা গান্ধীকে লালকেল্লার তলা থেকে সেই কালাধার তুলে আনতে বাধ্য করা হয়েছিল। ইন্দিরা আমলের সেই কালাধারের বর্তমান অবস্থান কোথায় এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট প্রকাশ্যে এলেও বহু নথিপত্র, চুক্তি আজও অন্ধকারে রয়েছে। যে ট্রান্সফার পাওয়ার বইগুলি অনেকগুলি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটেন থেকে সেগুলি সম্পাদিত করা হয়েছে। দুবছর পরে যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল তা পাল্টে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আগস্টেই দেশভাগ এবং দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের। এর ফলে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে এবং অমানবিকভাবে দেশভাগের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে শিমলায় পার্বত্য অঞ্চলে রুদ্ধতার বৈঠকে দেশভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। ১৯৪৬–৪৭–এর যে দ্রুত ঘটনা প্রবাহ চলেছিল তার নেপথ্যে ছিল ব্রিটিশ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ক্ষমতা লুটপাটের নানা কৌশলী ভূমিকা। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা কখনোই প্রথম সারিতে থেকে দেশবাসীর ব্যথা বেদনা নিয়ে সোচ্চার হন নি তাদের হাতেই রাস চলে গিয়েছিল ক্ষমতা ভাগের রশির। গান্ধীজী দাঙ্গা হাঙ্গামা থামাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনিও জাতীয় কংগ্রেসে সেদিন নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেননি। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে জহরলাল নেহেরু যখন লালকেল্লায় পতাকা তুলতে ব্যস্ত গান্ধীজী তখন কলকাতার বেলেঘাটায় অশ্রু বর্ষণ করছেন। তিনি তখন কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যও নন। তাঁর জন্য একটি আসনও ফাঁকা রাখা হয়নি দিল্লিতে। তৎকালীন জাতীয় নেতাদের ভূমিকা ঠিক কি ছিল তা সঠিকভাবে প্রকাশ হোক। দেশবাসীর সত্য জানার অধিকার আছে। আলোচনার প্রাঙ্গণে উঠে আসুক দেশভাগের মাধ্যমে কোন কোন পরিবার এবং দল উপকৃত হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনও সেনাকে সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হল না কেন, কেন ফতোয়া জারি করেছিলেন বল্লভ ভাই প্যাটেল সেনাবাহিনীর প্রকাশ্যস্থানে নেতাজির ছবিটা টাঙ্গানো যাবে না এই মর্মে তা ইতিহাসের চর্চায় আসা উচিত। সত্য–অর্ধসত্যের ধোঁয়াশায় স্বাধীনতার সমস্ত ফাঁকি অধরাই থেকে যাবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

তত্ত্বজ্ঞজন যাবতীয় দৃশ্যজগৎকে শাশ্বত ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু দেখেন না, কিন্তু অজ্ঞজন সব কিছু জগৎরূপে দেখে। সর্গ বা সৃষ্টি বা প্রকৃতি শব্দকে যারা সৃষ্টি অর্থে গ্রহণ করে, তারা অধোগামী হয়, কিন্তু যাঁরা সেই শব্দকে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করেন তাঁরা পরম কল্যাণ লাভ করেন। সুতরাং যিনি জগতের বীজস্বরূপ এবং সর্বনিয়ন্তা, যিনি বিজ্ঞানময় উপাধি ধারণ করেও পূর্ণ ও একস্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, জ্ঞানোদয়ে যিনি বিশুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে পরিজ্ঞাত হন, সেই পরম ব্রহ্মকে অপরোক্ষ জ্ঞানে জানার প্রচেষ্টা করাই কর্তব্য। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব! ইন্দ্রিয়াদিকে নিগ্রহ ক"রে অর্থাৎ মনকে বিজিত ক"রেই সংসারসাগর অতিক্রম করতে হয়। শাস্ত্রবিচার ও সাধুসঙ্গে বিবেক উদিত হলে, ইন্দ্রিয় জয় করা দুঃসাধ্য হয় না। হে নরশ্রেষ্ঠ। তুমি সদ্‌গুণসম্পন্ন। তুমি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, মনেই জগৎ কল্পিত হয়। কর্ম অব্যক্তরূপে মনে প্রথমে উপস্থিত হয়ে পরে ব্যক্ত হয়। কর্মকৃত হলে তার ফল কর্তাকে ভোগ করতে হয়। অতএব মনের চিকিৎসা ক"রে কর্মোৎপাদন রোধ করতে পারলে জগৎদর্শন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। যাবতীয় বিশ্বের আশ্রয়স্থল হল মন। এহেন মনকে নিরুদ্ধ করলে বিশ্ব রূপ বন্ধনও সৃষ্টি হয় না। মনই শরীর, মন কল্পনা করে, তাই শরীর এবং অহংবোধ ও তাবৎ কর্ম ইত্যাদি বন্ধন উদ্ভূত হয়। মনের সঙ্কল্পে জগৎ সৃষ্ট হয়ে কতই না অনর্থ ঘটিয়ে চলেছে। জগৎ ও মন দুই অভেদ। তাই জগদ্দর্শন এবং মন, দুইয়ের একটি অবরুদ্ধ হলে অপরটিও নিরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র জগৎ নিরুদ্ধ হলে মনের উচ্ছেদ হয়ে যায় না। রাম বললেন, হে ভগবন্! এই বিশাল জগৎ কিভাবে মনোমধ্যে বিকশিত হয়, আপনি তা দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝিয়ে বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, পূর্বে তোমায় ইন্দুপুত্র বা এন্দবদের কথা বলেছি। তাদের শরীর ছিল না। তাদের মনেই জগৎ সুস্পষ্ট হয়েছিল। তোমাকে যাদুকরের কাহিনী বলে বুঝিয়েছি, রাজা লবণ মনের কল্পনা প্রভাবে কিভাবে চণ্ডালদশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেইভাবেই জীবের মনোমধ্যে ভ্রান্তিময় কল্পনা আশ্রিত হয়। অবিদ্যার প্রভাবে মন যে কল্পনা করার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাতেই ভীষণ জগৎ–দুর্ভোগ পরিণামিত হয়। ভৃগুপুত্র শুক্রও মনের মোহে স্বর্গভোগ বাসনা ক"রে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। সেইরূপ সকলের মনের মধ্যেই জগৎ বিকশিত হয়ে থাকে। রাম বললেন, হে ভগবন! ভৃগুপুত্রের স্বর্গবাসনা ও সংসারভোগের কাহিনী বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, বহুকাল পূর্বে মন্দর পর্বতের সমতলে ভৃগুঋষি তপশ্চরণ আরম্ভ করেন, তাঁর পুত্র শুক্র পিতার পরিচর্যার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পিতা ভৃগুর দীর্ঘ সমাধিকালে শুক্র বোধ করলেন, এক মনোরম অপ্সরা আকাশপথে গমনরতা।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বিশ্বের প্রথম হীরার খনি

বিশ্বের সর্বপ্রথম হীরার খনির অবস্থান ছিল ভারতের গোলকোণ্ডা অঞ্চলে, যা বর্তমানে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত।

প্রাকৃতিক হীরা

স্বাধীনতা এল খন্ডিত ভারতে কেন? নিরুত্তর যাত্রাপথ

সুবীর পাল

কলকাতার অখ্যাত বেলেঘাটা বস্তি। নিশুতি রাত। এক অশীতিপর শীর্ণ প্রবীণ বৃদ্ধের দুই গাল বেয়ে টপটপ করে অশ্রু বেয়ে পড়ছে। আদুল গা। অন্ধকার ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পরণের সাদা ধুতিটা রোগাটে হাঁটু ছুঁয়ে রয়েছে কোনমতে। চোখে গোল গোল ফ্রেমের চশমা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। একি বাপুজি কাঁদছেন তো। এক দীর্ঘশ্বাসের তীব্র নিঃসঙ্গতায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদের জাতির পিতা কেঁদে চলেছেন। আজ যে তিনি বড্ড একাকী। ভগ্ন হৃদয়। রাজনৈতিক ত্র্যহস্পর্শে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে তিনি বরাবরই দুয়োরানি করে দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন এতকাল। সেই সুভাষচন্দ্রের জন্যই এই মুহূর্তে তিনি যে নিজেই নিজের উপরে অভিমানী। যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মাত্র কয়েকটি দিন আগে চাচা নেহরুকে শুনিয়ে এসেছিলেন ভারতকে টুকরো করার আগে তাঁর দেহকে খন্ডিত করতে হবে। কে শোনে কার কথা? জিন্নাহ স্বপ্নে বিভোর ইসলামাবাদের মুসলিম সিংহাসন তালুবন্দি করার। আর নেহরু ও প্যাটেল নিজেদের মধ্যে কুস্তি লড়তে ব্যস্ত লালকেল্লার মসনদ হাসিল করার কুটিল অভিপ্রায়ে। সুতরাং করমচাঁদের আর্তি কাকস্য পরিবেদনা ছাড়া আর কিইবা অবশিষ্ট থাকতে পারে। আজ তাই জাতির পিতা বড্ড একা। তাঁর নিখোঁজ সুভাষকে কি ভীষণ মনে পড়ছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক প্রাক লগ্নে। বহুদিনের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব কেন জানি না এক লহমার জন্য হলেও তিনি ভুলে গেছেন। ভেজা ভেজা গলায় ক্ষীণ স্বরে আক্ষেপ করছেন। হয়তো নিজের অন্তরাত্মার কাছে। কঁকিয়ে স্বগতোক্তি করে উঠলেন, জিন্নাহ নেহরু প্যাটেল আমাকে শুধু সিঁড়ির মতো ব্যবহার করেছে। যতটা ওঠার উঠলো। তারপর প্রয়োজন শেষে ফেলে দিল। আজ যদি আমার সুভাষ ভারতে ফিরে আসতো তাহলে এই দেশভাগ আমাকে দেখতে হতো না। গান্ধীজীর এই ক্রন্দনরত রাতটি ছিল দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক আগের অমানিশা। এই তথ্যের বেশ কিছু অংশ শৈলেশ দে'র লেখা আমি সুভাষ বলছি বইতে উল্লেখ রয়েছে।

কি অদ্ভুত সমাপতন। স্বাধীনতা হস্তগত হওয়ার পঁচাত্তর বছর পরেও গান্ধীজীর নেতাজী সম্পর্কিত এই শেষতম অনুরক্তির সমর্থন মিললো দেশের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা অজিত দোভালের বক্তব্যে। তিনি বলেন, জিন্নাহ একদা স্বীকার করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস যদি দেশে থাকতো তাহলে ভারতকে কোনভাবেই টুকরো করা সম্ভব হতো না। সুতরাং স্বাধীনতা ঘোষণার আগে থেকেই জিন্নাহরা ক্রমশই ত্রিচক্রী হয়ে উঠেছিল দেশভাগের সাচ্চা সমর্থক হয়ে, তার জন্য জাতির পিতার সেদিনের আক্ষেপ যে কোনও ভাবেই ভুল ছিল না তা অজিত দোভালের সাম্প্রতিক মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমান ভারতের কথা বলতে গেলে নিশ্চয়ই করে স্মরণে আসে অতুলপ্রসাদ সেনের সেই কালজয়ী রচিত গান ‘বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’ আজও কি আশ্চর্য রকমের প্রাসঙ্গিক। আসলে এটাই যে এখনকার প্রকৃত ভারতবর্ষের চালচিত্র। গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চিরন্তনী ঐতিহ্য। আমাদের দেশের মধ্যে ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রয়েছে। এখানে ১২২টি প্রধান ভাষা সহ ১৫৯৯টি অন্যান্য ভাষা বিদ্যমান। বর্ণ রয়েছে ৬৪০০টি। ৬টি ধর্ম। জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যাও ৬টি। এখানে ৫১টি উৎসব পালন করা হয় মহা সমারোহে। যার মধ্যে ১৭টি জাতীয় স্তরে আর ৩৪টি আঞ্চলিক পর্যায়ে উদযাপন করা হয়। তাই তো গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করি, মেরা ভারত মহান। এই দেশ বহুত্ববাদের তন্ত্রে একাত্মতার মন্ত্রে দীক্ষিত মেক ইন ইন্ডিয়া বীজমন্ত্রে। এই ভারত একাত্মতার সাধনে বহুত্ববাদের পালনেও শিক্ষিত। বিশ্ব শান্তির এই মহান প্রতিপালক যে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রই। তাই তো ৭৮তম ভারতের স্বাধীনতা দিবসে প্রতিটি নাগরিকের অন্তরাত্মার স্বভিমানে তাই একটাই হয়ে উঠেছে স্বরধ্বনি ব্রহ্মনাদ, ‘জয়

হিন্দ’।

কিন্তু এটাই কি আমাদের দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আসল অতীত ঐতিহ্য? গোপন ইতিহাস তা কিন্তু সমর্থন করে না। বরং দেশের বিতর্কিত ইতিহাসের পাতা বেইমানির তথ্যে ভরপুর ঠাসা। তা না হলে সেই ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্টে ঘটা বিমান দুর্ঘটনা ও নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য আজও কেন অধরাই রয়ে গেল। আসলে অধরা করে আজও রাখা হয়েছে আন্তর্জাতিক অনৈতিক সখ্যতার কারণে। অনেকেই দাবি করে থাকেন, তদানীন্তন সময়ে মিত্র শক্তির অপর দোসর রাশিয়ার এক কারাগারে সুভাষকে গোপনে বন্দি করে রাখা হয়েছিল জওহরলাল নেহরুর অভিসন্ধি মূলক মদতেই। হয়তো বহু কারণেই তখনকার দেশীয় কম্যুনিস্টরা স্লোগান তুলেছিলেন, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়। তাই হয়তো তাঁরা দেশের জাতীয় পতাকা দেখে আজও কোনও এক অজ্ঞাত বিদেশি ইগোয় বশবর্তী হয়ে স্যালুট মোটেও করতে চান না। জয় হিন্দ বলতে গেলে জিভে জড়তার ছত্রাকও একইসঙ্গে বাসা বাঁধে তাদের। তবে প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায়, এই আজাদী পুরোপুরি ঝুটা না হলেও জন্মসূত্রে এটা আদতে প্রতিবন্ধীই।

আসলে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নৈতিক ভাবে হওয়ার কথাই ছিল না জওহরলালের। স্বাধীনতার পরে ওই আসনে বসার কথা ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের। কিন্তু এসবের পিছনে নেহরুর তুরুপের তাস যে ছিল একটাই। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত মহাত্মাজী হয়ে উঠেছিলেন চাচাজীর সেই মোক্ষম তাস। সেই এক পটভূমিকা। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন সুভাষচন্দ্র। ব্যাস জাতির পিতার সেই ঐতিহাসিক ডায়লগ ১৯৩৯ সালে। সীতারামাইয়ার পরাজয় হলো আমার পরাজয়। এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেশ জুড়ে ভাসিয়ে দেওয়ার পর নেতাজী ওই পদ থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসেন।

প্রায় একই কাণ্ড ঘটেছিল স্বাধীনতার একেবারে প্রাক মুহূর্তে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন নিয়েও চুড়ান্ত দলাদলি ছিল খোদ কংগ্রেসের অন্দরমহলে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং জওহরলাল নেহরুর মধ্যে তা কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২টি ভোট পেয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর বাকি তিনটি ভোট ঝুলিতে পড়েছিল জহরলালের। ব্যাস ফের আসরে নেমে পড়লেন খোদ গান্ধীজি। তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে আসার জন্য একপ্রকার বাধ্য করেন। গান্ধীজি নিজে একটি পদত্যাগপত্র লিখে তাতে স্বাক্ষর করার জন্য প্যাটেলকে বললে বল্লভভাই বলে ওঠেন, স্বাধীনতার শুরুতেই গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা হলো। সেই সময়কার একটি ইংরেজি ম্যাগাজিনে ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া প্রধানমন্ত্রী পদ নির্বাচন করা যায় না, তখনকার এমনই দেশীয় দস্তুর উপেক্ষা করে স্বয়ং গান্ধীজি সেখানে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নাম ঘোষণা করে দেন পন্ডিত জহরলাল নেহরুর। অথচ আজও তাঁর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয় দেশ জুড়ে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

যখন প্রায় শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছে, তখন ব্রিটিশ কোষাগারে চরম আর্থিক সংকট তৈরি হয়। তখনই ঠিক হয় এই আর্থিক নৈরাজ্যের অবকাশে প্রাথমিক ভাবে ১৯৪৮ সালে ভারতের স্বাধীনতা হস্তান্তর করা হবে বৃটেনের পক্ষ থেকে। কিন্তু ১৫ আগস্ট দিনটিতে জাপান আত্মসমর্পণ করায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন সিদ্ধান্ত নেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতকে চুড়ান্ত স্বাধীনতা অর্পণ করা হবে। এই নীতিগত সিদ্ধান্তের পর ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারত জুড়ে চলতে থাকে ব্যাপক ধর্মীয় দাঙ্গা। নোয়াখালী থেকে লাহোর মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লিতে পড়ে রয়েছে শুধু মানব লাশের পাহাড়। মৃতের সংখ্যাটা প্রায় কুড়ি লক্ষ। এই ধর্মীয় গণহত্যার দায় একমাত্র মহম্মদ আলি জিন্নাহর? নেহরু কোন অকুস্থলে সশরীরে গিয়ে এসব অবসানের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন? বরং বহুক্ষেত্রে তাঁর যাওয়ার কথা উঠলেও নানা অছিলায় তিনি ওইসব অঞ্চল পরিকল্পিত পর্যায়ে এড়িয়ে গেছেন। সেই সময় জিন্নাহ ছাড়া সমগ্র দেশে আর কোনও নেতা ছিলেন না? এতই একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল একা জিন্নাহর এই বিশাল দেশে?

ঠিক কি ঘটেছিল স্বাধীনতার আগের রাতে। গান্ধীজীর অবস্থান পূর্বেই উল্লেখিত। তিনি স্বাধীনতা উৎসবের নেহরু ও প্যাটেলের পাঠানো আমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বলেন, দেশ এখন দাঙ্গায় রক্তাক্ত। আমার পক্ষে ওই উৎসবে সামিল হওয়া সম্ভব নয়। আমি কলকাতাতেই থাকবো। সেদিন রাতে দিল্লিতে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। তার মধ্যেও ৫ লক্ষ উদ্বেল মানুষের জমায়েত ছিল সেখানে। সবে সন্ধ্যা নেমেছে। রাজধানীর একটি ঘরে বসে আছেন পদ্মজা নাইডু, ইন্দিরা গান্ধী ও জওহরলাল। তখন হঠাৎ লাহোর থেকে একটি ফোন আসে। ফোন ধরলে নেহরু জানতে পারেন, লাহোরের ঘরে ঘরে জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ করলেই হত্যা করা হচ্ছে নির্বিচারে। এমন পরিস্থিতি জেনে বিষন্ন অবস্থায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক করেন নেহরু। কিন্তু পদ্মজা নাইডুর পরামর্শে অবশেষে তিনি সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিতে সম্মত হন।

ঠিক রাত নটায় অধুনা রাষ্ট্রপতি ভবনে একে একে হাজির হোন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নেহরু, প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো ব্যক্তিত্বরা। রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে ঠিক রাত নটায় শুরু হয়েছিল সেই সভা। এরপরেই সুচেতা কৃপালিনী গেয়ে উঠলেন বন্দে মাতরম গানটি। তারপর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ পাঠ করলেন ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদ বলে উঠলেন, ব্রিটিশকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারত এখন থেকে নিজের শাসন ভারের দায়িত্ব নিজেই তুলে নিল। ঠিক রাত ১১.৫৫ মিনিট। নেহরু তাঁর ভাষণে বলেন, সারা পৃথিবী হয়তো এখন ঘুমাচ্ছে। কিন্তু এই লগ্নে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো।

এতো স্বাধীনতার অলিন্দে খোলামেলা দক্ষিণা বাতাস। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি মোছার অন্তরালে অনেক অনেক গুঞ্জনও আমাদের দেশের বিভিন্ন মাধ্যমে আজও চোরাগোপ্তা ফিসফিসানি চলছে তো চলছেই। ভারত তখন দরিদ্র ক্লিষ্ট এক ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলিত দেশ। জাতির পিতা তখন অনাহারে জর্জরিত রক্তাক্ত নোয়াখালী পদযাত্রায় ব্যস্ত। সেই সময় তিনি নিত্য আহার করতেন পেস্তা, আখরোট, বাদাম, বেদানা, আপেল, ছাগলের দুধ। কথিত আছে, ওনার এই খাদ্য তালিকার বহর দেখে বিরক্ত হয়ে সরোজিনী নাইডু একবার বলেছিলেন, বাপু আপনাকে গরীব বানিয়ে রাখতে অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে।

এও রটেছে যে, একবার লর্ড মাউন্টব্যাটেন নাকি তাঁর নিজের মেয়েকে বলেছিলেন, এডউইনার সঙ্গে নেহরুকে পাশাপাশি বেশ মানিয়েছে। আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ ওঠে, এডউইনার ব্যক্তিগত অনুরোধেই নাকি কাশ্মীর ইস্যুর মতো অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জে তোলা হয়েছিল নেহরুর উদ্যোগে। জওহরলালের এমন ভূমিকা তাঁর নিজের ইমেজকেই বারেবারে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে। বহুল মতে, যাহা রটে তাহা কিছু বটে। তবুও সন্দেহ জাগে এসব প্রকৃতই কি গুজব? নাকি সত্য? তাছাড়া দেশের সরকারইবা কেন এমন বিতর্কিত ঐতিহাসিক ইস্যুগুলো নিয়ে ধারাবাহিক পর্যায়ে নীরব? প্রশ্নগুলো নিশ্চিত ভাবে দেশের স্বাধীনতাকে কোনও না কোনও মেলবন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর উত্তর? মেরা ভারত মহান থেকে মেক ইন ইন্ডিয়ার যাত্রাপথ শুধুই নিরুত্তর। আগাগোড়াই নিরুত্তর।

দেশ দেশান্তরে

যুদ্ধ–সভ্যতার জয়গানে উন্নত দেশ

নরেন্দ্রনাথ কুলে

ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাক তা আজকের পৃথিবীর পরিবেশে কোন আন্তরিক চেষ্টার উদাহরণ দেওয়া যায় না। চেষ্টার যেটুকু উদাহরণ তা শুধু শব্দের ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। আমেরিকা, রাশিয়া, ইজরায়েল—বর্তমান সময়ে যুদ্ধবাজ হিসেবে সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের জানে। এখন যুদ্ধ ও যুদ্ধের ছায়ায় আবার পারমাণবিক শব্দের মেঘ ভেসে বেড়ায়।

পারমাণবিক শব্দের মধ্যে মানবিক শব্দ আছে, অথচ মানবিকতার আদৌ কোন অর্থ বহন করে না। তাতে কি যায় আসে। ধ্বংস করার জন্য ক্ষমতা যার বেশি সেই তো ক্ষমতাধর। পারমাণবিক যুদ্ধের হুঙ্কার সেই ক্ষমতাধরের চরিত্র এতটুকুও বদলায়নি। আমেরিকা ও রাশিয়ার পরস্পরের প্রতি সাম্প্রতিক হুঙ্কার সেই দিকেই নির্দেশ করে। এই আমেরিকা আশি বছর আগে পারমাণবিক বোমা দিয়ে ধ্বংস করেছিল জাপানের দুটো শহর। সাড়ে তিন লাখ মানুষের মধ্যে এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ মারা যায় একটি শহরে, আর একটি শহরে মারা যায় বাহাত্তর হাজার। মানুষ পোড়ার গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তারপর নেমেছিল কালো বৃষ্টি। পরমাণুর বিকিরণ আড়াই থেকে পাঁচ কিমি ব্যাসার্ধের থাকা মানুষদের তৎক্ষণাৎ শুধু ঝলসে দেয়নি, সেই বিকিরণ বেঁচে থাকা প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা আর ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে এমন ধ্বংসলীলায় শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বিজ্ঞানীরা আঁতকে উঠেছিলেন। এমনকি আইনস্টাইনও। যিনি চেয়েছিলেন পারমাণবিক শক্তি থাকুক আমেরিকার হাতে কেবল হিটলারকে থামাতে। কিন্তু মানব ধ্বংসের কাজে লাগুক তা তিনি চাননি। তিনি না চাইলে কি হবে রাষ্ট্রনায়ক ত চাইবেন। পারমাণবিক শক্তির মধ্যে রাষ্ট্রনায়ক যখন ধ্বংসের শক্তি খুঁজে পায়, তখন হিটলার আর রুজভেল্ট এর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে না। ১৯৪৫ সালের পর থেকে বিশ্ব রাজনীতিকে পারমাণবিক শক্তি প্রভাবিত করেছে। যদিও তার ধ্বংসলীলা ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই শক্তি শুধু আমেরিকা, জার্মান আর ব্রিটেনের মধ্যে আজ আটকে নেই। ফ্রান্স, ইসরাইল, কোরিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান কে নেই এই তালিকায়। মানব কল্যাণে কাজ করে দেশ আর রাষ্ট্রের ঘরে মজুত হতে থাকে মানব ধ্বংসের হাতিয়ার।

১৯৮৬ সালে আবার চের্নোবিলে পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পারমাণবিক প্লান্টের সূক্ষ্ম লিকেজ থেকে এই দুর্ঘটনা। সাথে সাথে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আর তারপরেও ৪ হাজার মানুষ তার শিকার হয়েছে। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নবজাতকের জীবন।

১৯৯৬ সালে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে চুক্তি নিয়ে আমেরিকা বিশ্বের দ্বারে পরিচিত লাভ করতে চেয়েছিল। আসল উদ্দেশ্য যে সমস্ত দেশ পরমাণু শক্তিধরের পথে হাঁটতে চলেছে তাদেরকে বেঁধে ফেলা। আর পারমাণবিক অস্ত্রের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করা। আইনস্টাইন আগেই বলেছেন, সমরাস্ত্রের উপর একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখে এবং পারমাণবিক বোমা নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক এবং মানবিক চেতনার অবনতি সূচনা হয়েছে। আজ সেই সূচনা অসাধারণভাবে মহীরুহের শাখাপ্রশাখায় ভরে গেছে।

হিরোশিমা, নাগাসাকিতে পারমাণবিক ধ্বংসলীলা চলার পর আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলেছিলেন, যদি তিনি আবার পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ পেতেন তাহলে পদার্থবিজ্ঞানীর চেয়ে ফেরিওয়ালা কিংবা কলমিস্ত্রী হতেন। সেদিন পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মত নিজের মত বলে ব্যক্ত করেছিলেন।

সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব রেখেছিলেন সমস্ত দেশের সরকারের কাছে– ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার অপরিমেয় দুর্দশা ও ধ্বংস ডেকে আনবে। আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশের সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা এটা অনুভব করুন এবং খোলাখুলিভাবে স্বীকার করুন যে, বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে না।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার কথা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, ‘বর্তমানে শুধুমাত্র বৃহৎ জাতিগুলি পারমাণবিক জ্বালানি, কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার একচেটিয়া অধিকারী এবং এগুলি সম্পর্কে গোপনীয়তা অবলম্বন করে এসেছে। এটা কি নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ভীতি প্রদর্শন নয়—যাকে আমরা অনুন্নত দেশগুলির উপর পারমাণবিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে পারি? ....আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও ঠান্ডা লড়াই এখনও চলছে এবং গোটা বিশ্বে ত্রাস সৃষ্টি করছে।’

আজও যুদ্ধের সেই প্রস্তুতি চলছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি লাভে। এই স্বার্থসিদ্ধির পিছনে যদিও কোনো দেশের মানুষের স্বার্থসিদ্ধি হয় না। কেবল যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনার আড়ালে দেশে দেশে চলা এই ঠান্ডা লড়াইয়ে সত্যি ফুটে উঠছে কে কাকে ত্রাস সৃষ্টি করবে। আবার ইজরায়েল আর রাশিয়া ক্ষমতা দেখিয়ে চলে, ধ্বংস করে। আমেরিকা কলকাঠি নাড়ে।

তাহলে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংস থেকে আশি বছর পরেও স্মৃতির অনুতাপে যুদ্ধ কেবল স্মৃতিতে বেঁচে নেই। দেশে দেশে যুদ্ধের হুঙ্কার এমনকি পারমাণবিক শক্তির প্রদর্শন আজ মানব সভ্যতা ধ্বংসের পক্ষেই কথা বলে। ধ্বংস করার ক্ষমতা যার যত, সেই দেশ যদি তত উন্নত হয় তাহলে মানব সভ্যতার জয়গান নয়, তা যুদ্ধ সভ্যতা বা ধ্বংস সভ্যতারই জয়গান।

চীনে ভারী বর্ষণ, বাড়ছে চিকুনগুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ চীনে শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ বর্ষণের ফলে ভূমিধস ও রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। গুয়াংডং প্রদেশের গুয়াংজৌ শহরে ভারী বৃষ্টিতে বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ৩৬৩টি বিমান বাতিল হয়েছে।

উদ্ধারকর্মীরা কাদা ও জল সরাতে ব্যস্ত, কারণ বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট প্লাবিত। গাছপালা উপড়ে পড়েছে। রাস্তাগুলি জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় মশার উপদ্রব বেড়েছে এবং চিকুনগুনিয়া রোগ আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৭,০০০–র বেশি মানুষ সংক্রমিত।

চীনের আরও কয়েকটি এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার প্রায় ১ বিলিয়ন ইউয়ান বরাদ্দ করেছে ত্রাণের জন্য। আগামী দিনে আরও ২–৩টি টাইফুন আঘাত হানতে পারে বলে সতর্কতা জারি হয়েছে।

ফোশান শহর চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল। মশাবাহিত এই রোগে জ্বর ও অস্থিসন্ধির ব্যথা হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, রোগ প্রতিরোধে সামনে কঠিন সময় আসছে।

বৃষ্টি ও রোগের প্রভাব চীনের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন রকম হবে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ব্যবসা ও কৃষিতে বড় প্রভাব পড়বে।

বিজেপির বিক্ষোভ

মলয় সুর, ভদ্রেশ্বর : কোচবিহারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার প্রতিবাদে ৫ আগষ্ট বিজেপির মহিলা যুবনেত্রী বেবী তেওয়ারী ও মদন সাউয়ের নেতৃত্বে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া গেট এলাকায় জিটি রোডের উপর টায়ার চালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পরে পুলিশবাহিনী অবরোধকারীদের হটিয়ে দেয়। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা প্রায় ৩০ মিনিট পথ অবরোধ করেন।

বাসন্তীতে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬ আগষ্ট বাসন্তী হাইওয়ের উপর টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ করে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। সাময়িকভাবে বাসন্তী হাইওয়েতে যান চলাচল ব্যহত হয়। স্লোগান দেওয়া হয় দফা এক, দাবি এক মমতার পদত্যাগ ও দুষ্কৃতি উদয়ন গুহকে ও হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার, যুব মোর্চার সহ সভাপতি পবিত্র পাত্র, জেলা কার্যকর্তা অসিত মণ্ডল, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সবিতা মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

শিশু মৃত্যু, শুরু রাজনৈতিক তরজা

সুকান্ত কর্মকার: একের পর এক বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে আবাস বিতর্ক উসকে দিল তৃনমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। এই ঘটনাগুলির দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে তুলে তীব্র আক্রমণ শানায় তৃনমূলের জেলা নেতৃত্ব। পাল্টা আবাস বঞ্চনার পিছনে রাজ্যের শাসক দলের দূর্নীতিকেই কাঠগোড়ায় তুলেছে বিজেপি।

গতবছর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বোড়ামারা গ্রামে মাটির বাড়ি ধসে একইসঙ্গে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় ৩ শিশুর। চলতি বছর গত সপ্তাহে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের ডাংপাড়া গ্রামে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায় আরেক শিশু। এরপর থেকেই ফের আবাস বিতর্ক তাড়া করতে শুরু করে রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসক দলের নেতাদের। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে এমন হাতে গরম ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সুর চড়াতে নাছোড় তৃনমূল শিবির। তাই বিষ্ণুপুরের বোড়ামারা গ্রামের মৃত ৩ শিশু ও পাত্রসায়ের ব্লকের মৃত ১ শিশুর পরিজনদের নিয়ে রীতিমত সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন তৃনমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে তৃনমূল নেতৃত্বের দাবি আবাস প্রকল্পে কেন্দ্র এভাবে অন্যায়ভাবে এ রাজ্যকে বঞ্চিত না করলে আজ এই শিশুগুলিকে অকালে প্রাণ হারাতে হত না। তৃনমূল নেতৃত্বের সুরে সুর মেলাতে দেখা যায় মৃত শিশুদের পরিজনদেরও। তৃনমূলের তোলা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা বিজেপির দাবি এমনি এমনি এ রাজ্যে আবাস প্রকল্পের টাকা আটকে দেয়নি কেন্দ্র। ওই প্রকল্পে এ রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের চূড়ান্ত দূর্নীতি ও স্বজনপোষণের জেরেই আটকে গেছে প্রকল্পের টাকা। তাই এই শিশু মৃত্যুর ঘটনাগুলির প্রত্যেকটির দায় রাজ্যের শাসক দল তৃনমূলেরই।

তৈরি হচ্ছে ৬০টি দুর্গা প্রতিমা

প্রথম পাতার পর

মৃৎশিল্পী শুভজিৎ সাউ আবার প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সৌম্যদীপের থেকে যেটা জানা গেল, তিন পুরুষ ধরে তারা এই মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত। তাদের দাদু ছিলেন প্রহ্লাদ সাউ, তিনিই প্রথম মৃৎশিল্পের কাজ শুরু করেন। তারপরে তাদের পিতা রামকৃষ্ণ সাউ সেই মৃৎশিল্পের কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। বর্তমানে তার বড় ছেলে যিনি মূক ও বধির শুভজিৎ সাউ এই গৌরাঙ্গ স্টুডিওর এখন কর্ণধার। তাকে সহযোগিতা করে সৌম্যদীপ এবং জেঠ্যার ছেলে বরুণ সাউ। মুক ও বধির হলে কি হবে শুভজিতের হাতের অদ্ভুত দক্ষতায় অপূর্ব সব সুন্দর প্রতিমা তৈরি হচ্ছে তাদের স্টুডিওতে। এমনকি প্রত্যেকটি প্রতিমার চক্ষুদানও করেন শুভজিৎ। হাওড়া, কলকাতা, ব্যারাকপুর সহ দক্ষিণ শহরতলীর বড় বড় পুজো কমিটি এখন গৌরাঙ্গ স্টুডিও বলা ভালো মৃৎশিল্পী শুভজিতের উপরেই আস্থা রেখেছে। সৌম্যদীপ জানালেন আগের থেকে এখন প্রতিমার দামও অনেক বেড়েছে কারণ এখন লেবারের সমস্যা আছে তার পরে কাঠ, রঙ সহ অন্যান্য যে সমস্ত বস্ত্র সামগ্রী কেনা হয় তারও দাম দিন দিন বাড়তে থাকায় প্রতিমার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বছরই তাদের স্টুডিওতে নানা ধরনের প্রতিমা তৈরি করা হয় এবং তাদের এই স্টুডিওর উপরে নির্ভর করে ১৯ জনের জীবিকা। গত বছর তাদের দুর্গা প্রতিমা বিশ্ব বাংলা সম্মান সহ আরো নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছে। মূক ও বধির মৃৎশিল্পী শুভজিৎ সাউ রাজ্য সরকারের যে প্রতিবন্ধী ভাতা আছে সেই প্রকল্পে প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে পান। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মৃৎশিল্পী হিসেবে আলাদাভাবে সরকারিভাবে কোন অনুদান বা পুরস্কার এখনও পাননি। মূক ও বধির মৃৎশিল্পী শুভজিৎ আকার ইঙ্গিতে জানালেন আগামী দিনে তাদের এই গৌরাঙ্গ স্টুডিওকে আরো বৃহৎ আকারে তৈরি করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

হেরে গেল সামাজিক ন্যায়

প্রথম পাতার পর

নৈতিক বোধহীন অশিক্ষিতের হাতে বিপুল অর্থ আসলে যা হয় অনেকটা সেই রকম। এত মানুষের ত্যাগ, আত্মবলিদানে পাওয়া স্বাধীনতার পর এমন কেন হল? এর একটাই কারণ। স্বাধীন ভারতে যেভাবে অর্থনৈতিক সংস্কারের লোক পাওয়া গেল সেভাবে সমাজ বদলে দেওয়ার লোক পাওয়া গেল না। দেশীয় রাজনীতিকরা দেশের আর্থিক বৃদ্ধির উপর যতটা জোর দিল তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালো না নৈতিক শিক্ষায় ও জাতীয়তা বোধ তৈরিতে। এর বদলে দেশীয় শাসকরা দেশকে অন্য পথে নিয়ে যেতে নিজের মতো করে ইতিহাস রচনা করলেন। তাকেই পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করলেন। শিক্ষার উপর কুঠারাঘাত চললো নির্বিচারে। ব্রিটিশ আমলে রাজা রামমোহন রায়রা সমাজকে যতটা কলুষমুক্ত করেছিলেন সেখানেই থেমে গেল। বরং প্রজন্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উবে গেল জাতীয়তা বোধ, দেশের প্রতি ভালোবাসা। পিছোতে শুরু করলো ভারত। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যাত্রাপথ ধরে এগুলে বোঝা যাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে উৎফুল্ল দেশীয় ভারত পরিচালকদের কৌশল।

১৯৫১ সালে রচিত প্রথম পরিকল্পনা থেকে ২০১৭ সাল অবধি দ্বাদশ পরিকল্পনায় শিক্ষা কোনওদিনই সেভাবে গুরুত্ব পেল না। একে আর দশটা সামাজিক পরিষেবার মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। তাতেও বরাদ্দ ক্রমশ কমেছে। প্রথম পরিকল্পনার ২৪ শতাংশ চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯.৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে। শিক্ষার হাল দেখে সকলে যখন হতাশ তখন সকলকে অন্ততঃ সইটুকু শেখাবার জন্য ১৯৭৮ সালে শুরু হয় সাক্ষরতা কর্মসূচী। পঞ্চম পরিকল্পনায় শিক্ষায় আলাদা করে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। ষষ্ঠ থেকে শিক্ষা কথাটাই উবে গিয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনা ১৯৯২ থেকে শুরু হয়ে চলে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। এর ঠিক আগে ১৯৯১ সালে নরসিমহা রাও–মনমোহন সিংহ জুটি বিশ্বের জন্য ভারতীয় অর্থনীতির দরজা খুলে দিয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনার মাঝে ১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের নাম ছিল 'ফ্রম প্ল্যান টু মার্কেট'। অর্থাৎ ভারতের পরিকল্পনার কাছে তখন বিপুল মার্কেটের হাতছানি। সকলের দৃষ্টি তখন সেই দিকে। গরিব দেশকে ধনী করতে হবে। মাঝখান থেকে নৈতিক শিক্ষা তো দূর শিক্ষা শব্দটাই ভ্যানিশ হয়ে গেল পরিকল্পনা থেকে।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক নেতারা ১৯৪৯ সালের ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, ১৯৬৯ ও ১৯৮০ সালের ব্যাংক জাতীয়করণ, ১৯৯১ ও ২০০০ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণ, ২০০০ ও ২০১০ সালের ব্যাংক একত্রিকরণ, ২০২০ সালের মূলধন পুনর্গঠন সহ একের পর এক অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটিয়েছে আগ্রহের সঙ্গে। অর্থাৎ ৭৮ বছরের স্বাধীন সরকার ভারতবাসীর ঘরে ঘরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পৌঁছে দিতে পেরেছে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা, জাতীয়তাবোধ পৌঁছে দিতে পারেনি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়, দুই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সরকার পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক দাণ্ডেকর যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে তিক্ততা ছিল। তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল, আমরা বিকাশের লক্ষ্যটির চেয়ে বেশি জোর দিয়েছি সামাজিক ন্যায়–এর লক্ষ্যটির উপর। ফলে যে দুর্বল, যে দরিদ্র তাকে যখন আমরা সদর্থক সাহায্য দিতে পারিনি, তখন প্রতিহত করেছি যে সবল, যে নিজের ক্ষমতায় প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে এগিয়ে যেতে পারত, তার অগ্রগতিকে। প্রতিহত করেছি এই বিশ্বাস থেকে যে সবল এগিয়ে যায় দুর্বলকে শোষণ করে। ফলে আমাদের না হয়েছে বিকাশ, না এসেছে সামাজিক সমতা। অধ্যাপক দাণ্ডেকরের এই সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। চার দশকের বেশি পরিকল্পনার পথে হাঁটার পরেও দুটি লক্ষ্যের কোনোটিই অর্জিত হয়নি তো বটেই, বরং সামাজিক অসমতা বেড়ে গেছে। আজকের ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে ভারতের যে দুর্নীতিগ্রস্থ, ভ্রাতৃহন্তা সমাজ আমরা দেখছি এ তারই প্রতিফলন। আক্ষেপ সত্ত্বেও বলতে হবে, এই অসমতা নিয়েই হয়তো আমাদের স্বাধীনতার ১০০ বছর পার করতে হবে। কারণ সামাজিক সংস্কার করার মত কাউকে অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

সমস্যায় জেরবার ডায়মন্ড মডেল

প্রথম পাতার পর

মেমানপুরের কাছে মিরপুর খাল দীর্ঘদিন কোন সংস্কার হয়নি। তার ফলে বিভিন্ন ড্রেনেজ দিয়ে দূষিত জল খালে পড়লেও খাল দিয়ে সেই জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। বর্ষার আগে সরকার পুলের কাছে খাল সংস্কার শুরু হলেও বর্ষার জন্য তা মাঝেমধ্যেই বিঘ্নিত হচ্ছে। মহেশতলার বিভিন্ন ওয়ার্ড এখন জলের তলায়। ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে সাপ ব্যাঙ মশা মাছি, বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। মহেশতলা বাসী এই সমস্যার সমাধান চাইছে দ্রুত। তাদের প্রশ্ন প্রতিবছরই কেন তাদের বর্ষার সময় জলমগ্ন হয়ে থাকতে হবে? এছাড়াও সাতগাছিয়া–বজবজ এলাকা থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য সরকারি সে অর্থে কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি মোড় থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে সরকারি বাস থাকলেও তা খুবই নগণ্য। অন্যদিকে বুড়ুল থেকে হাওড়া যাওয়ার সরকারি বাস আছে তবে সাতগাছিয়া বাওয়ালি বড়পোল থেকে কলকাতা বা বজবজ যাবার জন্য যে পরিবহন ব্যবস্থা আছে সেক্ষেত্রে কোনো সরকারি ব্যবস্থা নেই। অটো, টোটো, ম্যাজিককেই এই ভরসা করতে হয় এলাকার জনগণকে। ম্যাজিক গাড়িতে বাঁদুর ঝোলার মত মানুষরা প্রতিদিন যাতায়াত করেন। এলাকার মানুষদের দাবি আমতলা থেকে বজবজ পর্যন্ত এবং নোদাখালী থেকে সাতগাছিয়া হয়ে বজবজের ওপর দিয়ে ধর্মতলা বা হাওড়া পর্যন্ত সরকারি বাসের ব্যবস্থা করা হোক। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি জানাচ্ছেন, বৃষ্টির কারণে রাস্তার সংস্কার থমকে গিয়েছে। বৃষ্টি মিটলেই বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল এবং বজবজ থেকে বাটা মোড় থেকে পূজালি পর্যন্ত বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার করা হবে। মহেশতলার নিকাশি ব্যবস্থারও পুরো সংস্কার করানো হবে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে চলেছেন।

সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার

সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।

বিমানবন্দরেও হানার আশঙ্কা
অ্যাপসে লাউঞ্জ পাস! সাবধান

শুধু কি তাই! বিমান বন্দরেও চলছে আবাধে এই ধরণের অভিনব প্রতারণা। অনেক যাত্রী বিমান ধরার আগে একটু ভালো লাউঞ্জ খোঁজ করে থাকেন, বহু বেসরকারি সংস্থা তাঁদের ভাড়াও দিয়ে থাকেন। ফলে যাত্রীরা খুব সহজে অ্যাপসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জায়গা বুক করতে পারেন। এই সুযোগটাই প্রতারকরা নিচ্ছে। যাত্রীদের বলা হচ্ছে তাঁরা গুগুল প্লে স্টোরে গিয়ে যেন একটি নির্দিষ্ট অ্যাপসের মাধ্যমে নিজেদের মোবাইলে ডাউনলোড করে নেন। তাতে আগে ভালো জায়গা বুক করার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে। এটা করতে গিয়েই যাত্রীরা ভয়ানক ভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন এবং সেগুলো হচ্ছে বিমান বন্দরের ভিতরেই। কি ভাবে? এই অ্যাপসের গুলো যেমন লাউঞ্জ পাস ডাউনলোড করার সময় তাঁরা বুদ্ধি করে নানা ব্যক্তিগত তথ্য আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ইত্যাদি জেনে নিয়ে আপনার আমার সর্বনাশ করে চলেছে। সম্প্রতি একজন মহিলা বিমান বন্দরে তার ফেসিয়াল রিকগনিশনের জন্য একটি অ্যাপস ডাউনলোড করে বিমান বন্দরেরই একটি কফি শপে সময় কাটাবার জন্য প্রবেশ করার ৫/১০ মিনিটের মধ্যেই দেখেন ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে একলক্ষ সাতশি হাজার টাকা উধাও। তদন্তে জানা যায় যাত্রীদের সাথে নানা সাহায্যের নাম করে বিভিন্ন বিমান বন্দরে এই স্ক্যাম ভুয়ো অ্যাপস ইনস্টল করার নামে কিছু স্মার্ট ছেলে ও মেয়ে প্রতারণা করেই চলেছে। যদি এই সুবিধা নিতেই হয় তবে এয়ারপোর্টের সাথে যুক্ত কর্মীদের কাছ থেকে সেই ব্যক্তির নাম, পরিচয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে ভালোভাবে জেনে তবেই এই সব অ্যাপসের নিজেদের মোবাইলে ইনস্টল করবেন। নয়তো আপনার কষ্টার্জিত অর্থ সাইবার ক্রিমিনাল দের পকেটে চলে যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে একসংখ্যক অসাধু ব্যাংক কর্মীরাও এই সব জালিয়াতিদের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা প্রতারিতদের সাথে যোগসাজসে কেউ কেউ তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়াও দিচ্ছে। সম্প্রতি পুলিশ এই ধরণের জালিয়াতির তদন্তে যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যেমন মোহাম্মদ শাহী, অভিজিৎ প্রসাদ সাব্বির আলম, রূপেশ কুমার তাঁরা প্রায় সবাই কলেজ ছাত্র। এরা কলকাতা কেষ্টপুরে ঘর ভাড়া নিয়ে দীর্ঘ দিন এই ব্যবসা করছিল।

আগামী সপ্তাহে প্রতিকার।

(চলবে)

চূর্ণি নদী আজ দূষণের শিকার

প্রথম পাতার পর

এ ব্যাপারে মাজদিয়া থেকে প্রকাশিত 'কৃষি ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক স্বপনবাবু বলেন, চূর্ণি নদী সংস্কারের দাবিতে আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করছি। রাজ্য সেচ দপ্তরকেও বিষয়টি জানিয়েছি। গত ২৭ জুলাই এ ব্যাপারের কেন্দ্রিয় সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে। বিষয়টি উপর তারা নজর রাখছেন বলেও জানিয়েছেন। যেহেতু বিষয়টি আন্তর্জাতিক ব্যাপার তাই বাংলাদেশ হাই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চূর্ণি নদী সংস্কারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য কেন্দ্রের তরফে চেষ্টা করা হচ্ছে, বলে তিনি জানান। স্বপনবাবু আরও বলেন, 'নদীপাড়ের মানুষ এবং মৎসজীবিদের জীবন–জীবিকার স্বার্থেই চূর্ণি নদীর সংস্কার আশু প্রয়োজন।'

সরকারি সুবিধা পাচ্ছে না

প্রথম পাতার পর

শুকনো মাছের ক্লাস্টারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কে বিশেষ হাবের আওতায় আনা হয়েছিল কিন্তু সেই বিষয়েও বর্তমান রাজ্য সরকারের উৎসাহ এবং গুরুত্বে খামতি রয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি, ভালো প্রশিক্ষণ এবং কৃত্রিম প্রাচীরের মতো পুরনো উদ্যোগগুলো আবার চালু করা দরকার। ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদক দেশ। গত ১০ বছরে দেশের মাছ উৎপাদন ১০৪ শতাংশ বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় মাছ উৎপাদন বেড়েছে ১৪২ শতাংশ। এই খাত থেকে রপ্তানিও বাড়ানো খুবই জরুরী।' কেন রাজ্য সরকার এমন গুরুত্বহীনের কাজ করছেন? সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'তা অবশ্যই রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। আধিকারিকেরা চিঠির পর চিঠির দিয়ে চলেছে কিন্তু কোন সুরাহা হচ্ছে না। এই দিনের পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সচিব কে পাঠিয়ে দায় সারার কাজ করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট মহলে দাবি উঠেছে।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান এবং মৎস্য বিভাগের সচিব ড. অভিলক্ষ লিখি এই বৈঠকে ছিলেন। তাঁরা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুসমন্বয় ও শক্তিশালী পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এতে প্রকল্পগুলির সুফল মানুষ সহজে পাবে।

এ ব্যাপারে রাজ্যের মৎসমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, 'বিগত কয়েক বছরে আমাদের সরকারমৎস চাষে অনেক গুন এগিয়ে গিয়েছে যারা এইসব কথা বলছে তাদের মনে রাখতে হবে রাজ্য সরকারের দেখাদেখি কেন্দ্র সরকার প্রকল্পগুলি শুরু করেছে।'

এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রধান প্রধান মৎস্য প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। মূলত প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই), মৎস্য ও জলচাষ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (এফআইডিএফ), কৃষক ঋণ কার্ড (কেসিসি) এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য কৃষক সমৃদ্ধি সহ–যোজনা (পিএম–এমকেএসএসওয়াই)–র বাস্তবায়ন কীভাবে আরও ভালো করে করা যায়, তা নিয়েই রূপরেখা তৈরি হয় এই সভায়।

প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, তখনই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কালিপদ সরদার স্কুলে থাকা সিসিটিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ থেকে অন্যান্য জিনিসপত্র নিজেই ভাঙচুর করেন এবং অভিভাবকদের দেখে নেবার হুমকি দেন। ঘটনার খবর পৌঁছায় সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশের কাছে।পুলিশ ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে।

অভিযোগ অস্বীকার করে কালিপদবাবু জানান, ' স্কুলে একটা সমস্যা চলছিল। কোর্টের অর্ডার নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম সোমবার। স্কুল চলাকালীন জেলা পরিষদ সদস্য অনিমেশ মন্ডলের নেতৃত্বে কিছু বহিরাগত লোকজন অতর্কিতে স্কুলে ঢুকে ভাঙচুর করে,আমাকে লাথি মেরে চেয়ার থেকে ফেলে দেয়। এমনকি আমাকে স্কুলের মধ্যে আটকে রেখে রাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে।'

অন্যদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পরিষদ উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মণ্ডল জানিয়েছেন, ' পি সি সেন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের উপর রুষ্ট অভিভাবক থেকে ছাত্র ছাত্রীরা। স্কুলের পড়াশোনা প্রায় লাটে উঠেছে। আসি যাই মাইনে পাই এর মতো চলছে স্কুল। অধিকাংশ সময় শিক্ষকরা স্কুলে আসেন না। বিশেষ করে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কালিপদ সরদার। মিডডে মিল থেকে বিদ্যালয়ে উন্নয়ন নিয়ে উদাস। কারোর সাথে কোন আলোচনা করেন না। একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। এর ফল স্বরুপ স্কুল থেকে প্রতিবছরই ৩০/৩৫ জন ছাত্রছাত্রীরা অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছে। এছাড়াও গত কয়েক দিন আগে যে প্রশ্নপত্রে যঞ্জেশ্বর বিদ্যায়তন এ পরীক্ষা হয়েছিল সেই একই প্রশ্নপত্রে পি সি সেন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছিল। ছাত্র ছাত্রীরা সেই প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষা দিচ্ছে। সেই নিয়েই অভিভাবকরা প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। ঐতিহ্যবাহী স্কুলের সম্মান ও ক্ষুন্ন হচ্ছে। বিষয়টি আমরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

আজও গড়ে ওঠেনি

প্রথম পাতার পর

এত বড় দেশের রাজধানীতে এক টুকরো জমি হয়নি আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদ স্মারক স্তম্ভ নির্মাণের। অথচ নানা প্রধানমন্ত্রীর স্মারকবেদী কয়েক একর জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দিল্লির যমুনার পাড় জুড়ে। যুদ্ধের শেষের দিকে সিঙ্গাপুরে দ্রুত আজাদ হিন্দ শহীদ স্মারকবেদী নির্মাণ করা হয়েছিল। একতা, বিশ্বাস ও বলিদানের আদর্শ উৎকীর্ণ ছিল সেই বেদীতে। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সেনাপ্রধান মাউন্টব্যাটন আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্য করে ডিনামাইট দিয়ে সেই আজাদি সেনা স্মারক ধ্বংস করে দিয়েছিল। তবু মন কাঁদেনি স্বাধীন ভারতের নেতাদের।

'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি

উত্তম কর্মকার,গাজীপুর: কুলপি বিধানসভার গাজীপুর পঞ্চায়েতের গাজীপুর, দয়ারামপুর ও দৌলতাবাদ এই ৩ টি বুথ নিয়ে হয়ে গেল আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুলপি ব্লকের শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ সুপ্রিয় হালদার, কুলপি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শামসুর আলম মীর,গাজীপুর অঞ্চলের অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি আবদুল রহিম মোল্লা সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান ও প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। মূলত এই ৩টি বুথে প্রায় সাত হাজারেরও বেশি মানুষের বসবাস,রাস্তা সারাই,সোলার আলো থেকে শুরু করে মসজিদের সেড নির্মাণ,পানীয় জল, পুকুরপাড় সহ একাধিক সমস্যা কথা জানালেন গ্রাম বাসিরা। এদিনের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গাজীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা জানায়, 'কেন্দ্রীয় সরকার এনআরজিএস ও ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার ফলেই গ্রাম বাংলার উন্নয়ন বেশ কিছুটা হলেও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল মানুষকে কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচির ফলে এলাকার ছোট ছোট সমস্যা গুলি একদিকে যেমন সমাধান হবে ঠিক তেমনি গ্রামীণ এলাকা আরো উন্নতি লাভ করবে।'

অন্যদিকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন জয়নগর বিধানসভার বেলেদুর্গানগর হাইস্কুলের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, বারুইপুর মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিত সরকার সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। এদিন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'আজকে এখানে ১৮১, ১৮২ ও ১৮৩ নম্বর বুথের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত, বিধায়ক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় এই কাজ করা হচ্ছে। এই জেলার ২৯টা ব্লকে ৫৬টি শিবিরের মধ্যে দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে।' এদিন এই অনুষ্ঠানের পরে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা জয়নগর ২ নং বিডিও অফিসে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। জয়নগর ১নং ব্লকের দক্ষিণ বারাশত পঞ্চায়েতের পদ্মেরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর সহ আরো অনেকে।

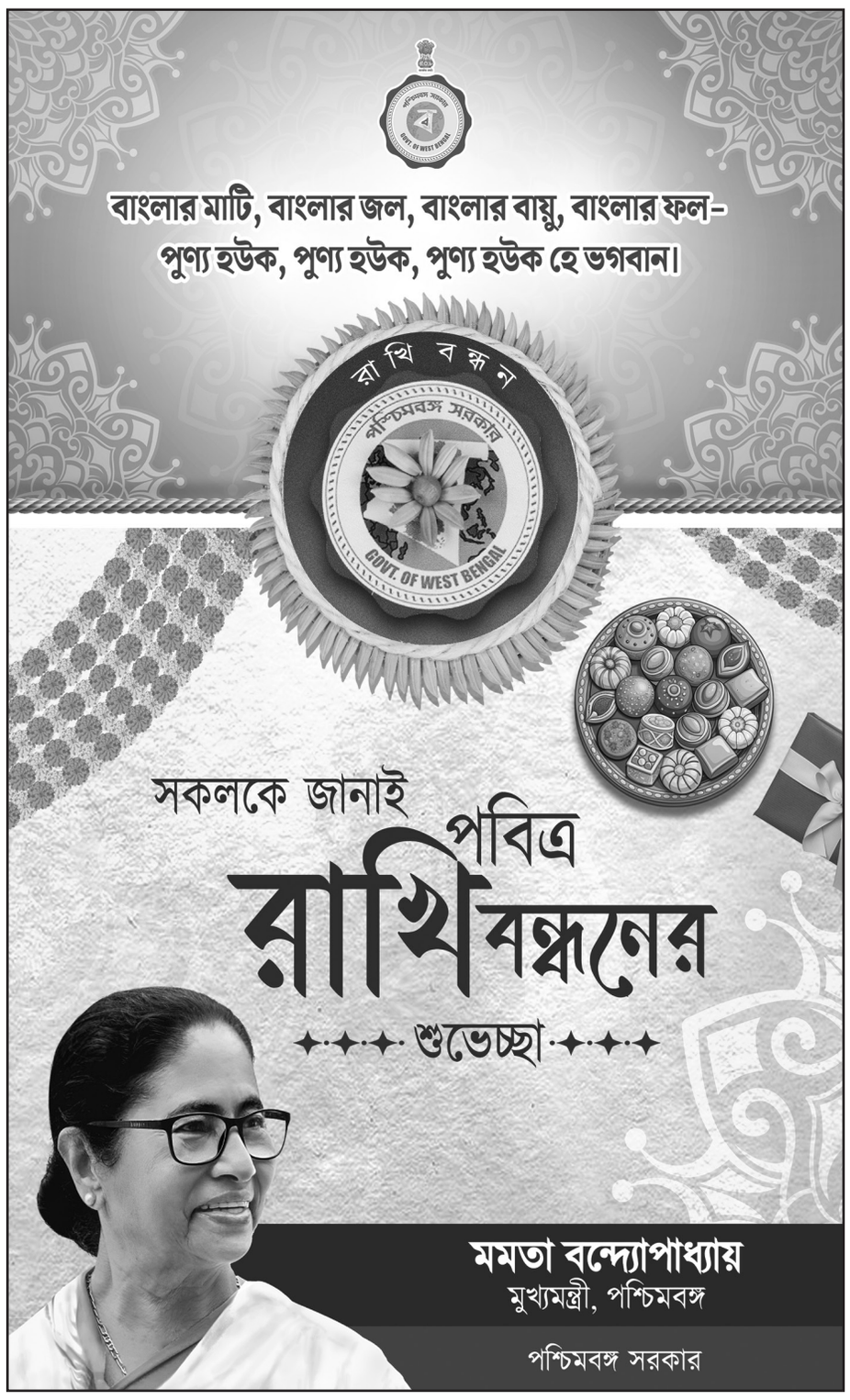

কালো পেভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামীদিনে কলকাতা শহরের ফুটপাথকে আরও পরিচ্ছন্ন রাখতে ফুটপাথে কালো বা ধূসর রঙের কংক্রিটের পেভার বসানো হবে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এবার থেকে নতুন করে যেখানে ফুটপাথ সংস্কার করা হবে সেখানে রঙিন পেভার ব্লকের পরিবর্তে কালো রঙের পেভার ব্লক ব্যবহার করা হবে। কারণ ব্যবহারের কিছু দিন পরেই ধুলোময়লায় রঙিন পেভার ব্লকের রঙ আবছা হয়ে যায়। কালো রঙের কংক্রিটের পেভার ব্লক বসালে রঙ ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। এগুলি অনেকাংশে বেশি টেকসই হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কালীঘাট স্কাইওয়াকের নীচে কালী টেম্পল রোডের ফুটপাথ এই বিশেষ ধরনের কালচে কংক্রিটের ব্লক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এগুলি বর্ষায় বৃষ্টির জলে পিছল হয় না, ফলে পথচারীদের হাঁটতে সুবিধা হবে।

হেরিটেজ ভবনে বিজ্ঞাপন নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: : কলকাতা পৌর এলাকার কোনও হেরিটেজ ভবনে সৌধ নির্মাণে বিজ্ঞাপনে দেওয়া যাবে না। এবার থেকে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি এই নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে তার বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মেরামত না হওয়া পুরনো বাড়ির ছাদের ওপর হোর্ডিং লাগানো যাবে না। পার্কস্ট্রিটের আগুন লাগা স্টিফেন কোর্ট বাড়িটির ওপর বড়ো বড়ো হোর্ডিং লাগানো আছে। এটা ঠিক নয়। ১ আগস্ট কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এবার থেকে নয়া বিজ্ঞাপন নীতি অনুযায়ী কলকাতা শহরের কোনও একটি রাস্তায় একটি সংস্থাই বিজ্ঞাপন দিতে পারবে। আর যে সংস্থা সবচেয়ে বেশি দরপত্র দেবে, সেই সংস্থাকেই একটি গোটা রাস্তা বিজ্ঞাপনের দেবে। এবং অবশ্যই নিয়মনীতিকে মান্যতা দিয়ে। এরই সঙ্গে এবার থেকে হেরিটেজ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ২টি বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কাজটা করানো হবে। প্রথমটি, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং দ্বিতীয়টি স্থাপত্যশিল্প সংক্রান্ত মূল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে হেরিটেজ ঘোষিত হবে। এবং হেরিটেজের গ্রেড নির্ণয় করা হবে। ইচ্ছে ওপর কোনও কাজ হবে না। কেউ হেরিটেজ লিখে দিলেই হেরিটেজ ঘোষিত হবে না। ভ্যালু বেস হেরিটেজ হবে। এবার থেকে প্রতিটি হেরিটেজ ভবনকে ডেকরেটেড আলো দিয়ে সাজানো হবে। যাতে সাধারণ জনগণ রাতের বেলা হেরিটেজ ভবনগুলিকে দেখতে পায়। এবং হেরিটেজ ভবনের সামনে থেকে হকারদের সরিয়ে দেওয়া হবে। এবং ওই হেরিটেজ ভবনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কিউআর কোডে থাকবে। কলকাতা পৌরস্থিত এ পর্যন্ত সব হেরিটেজ ভবনের সামনে 'নীল ফলক(ব্লু প্লেট) লাগানো হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর এলাকায় বিভিন্ন গ্রেডের ১,৩৯২টি ভবনকে হেরিটেজ ভবনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শহরের ঘাট সৌন্দর্যায়নে বন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ঐতিহাসিক নদীঘাটের পুনর্নবীকরণের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ৬ আগষ্ট শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা এবং গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড–এর মধ্যে 'সুরিনাম' ঘাটের সৌন্দর্যায়ন এবং মায়ের ঘাটের উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি এসএমপি কলকাতার সদর দপ্তরে স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি নাগরিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ঐতিহাসিক ঘাটগুলির গৌরব পুনরুদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। এই কর্মসূচি বন্দরের স্বচ্ছতা অভিযানের অংশ হিসেবেও বিবেচিত।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমপি কলকাতার চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন, উপ–চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি, জিআরএসই–এর

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (অব:) কমেন্ডার পি. আর. হরি এবং পরিকল্পনা ও কর্মচারী বিষয়ক নির্দেশক (অব:) ক্যাপ্টেন পি. সুনীলকুমার। দুই প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জিআরএসই–র পক্ষ থেকে সিএসআর কার্যক্রম–এর আওতায় সুরিনাম ঘাটের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি, মায়ের ঘাট উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

অনুষ্ঠানে রথেন্দ্র রমন বলেন, 'আমাদের ঘাটগুলি কেবলমাত্র যাতায়াতের স্থান নয়, এগুলি কলকাতার সমুদ্রবাণিজ্যিক ইতিহাসের জীবন্ত স্বাক্ষর, যা 'সিটি ওফ জয়' বা আনন্দ নগরীর সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জিআরএসই–র সঙ্গে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্যায়নও করছি। এসএমপি কলকাতা এই প্রকল্পগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জিআরএসই–কে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে।'

এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে শহর পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার প্রতীক। 'সুরিনাম' ঘাট ও মায়ের ঘাটের উন্নয়ন স্থানীয় পরিবেশকে উন্নত করার পাশাপাশি, নাগরিকদের শহরের নদীকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করবে।

এই উদ্যোগটি ঐতিহ্য–সচেতন পরিকল্পনা এবং কর্পোরেট অংশীদারিত্ব কীভাবে শহরের নাগরিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: 'সুরিনাম' ঘাট ইতিহাসের এক বেদনাবিধুর অধ্যায়ের সাক্ষী। ১৮৭৩ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে ৩৪,০০০–এরও বেশি প্রধানত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক, এখান থেকে সুরিনামে পাড়ি দেয়। তাঁরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সুরিনামের সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছিল। প্রথম জাহাজ 'লাল্লা রুখ', ১৮৭৩ সালে ৪১০ জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল।

মায়ের ঘাট, যা বাগবাজারের নিকটে অবস্থিত, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহন করে চলেছে। মা সারদা তাঁর উদ্বোধন পত্রিকা পরিদর্শনের সময় এই ঘাট ব্যবহার করতেন। এই দুই ঘাটই কলকাতার সমুদ্রবাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, যার শিকড় ১৫০০ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত, যখন ইউরোপীয় বণিকেরা হুগলিতে আগমন শুরু করেছিল।

দূরদর্শনের ৫০ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৫ সালে প্রথম সম্প্রচার সম্ভব হয়েছিল প্রযুক্তিবিদ, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার এবং সরকারি কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমে। সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এই ৫০ বছরের যাত্রা উদযাপন করতে তাঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মান জানানো হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন দূরদর্শনের মহাপরিচালক কে সতীশ নাম্বুদিরিপাদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত মহানির্দেশক, পূর্ব ও উত্তর–পূর্ব ভারত রাজীব কুমার ভট্টাচার্য এবং উপ–মহানির্দেশক, প্রকৌশল, দূরদর্শন কলকাতা গোপাল কুমার। দূরদর্শনের মহানির্দেশক কে সতীশ নাম্বুদিরিপাদ বলেন, 'ইউটিউব এখন একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে, যেখানে কনটেন্ট নির্মাতারা ভালো রোজগার করছেন। দূরদর্শনকেও এই নতুন মাধ্যম ব্যবহার করে এগিয়ে যেতে হবে।' অনুষ্ঠানে একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন উষা উত্থুপ, চৈতী ঘোষাল, দেবেশ রায়চৌধুরী, জগন্নাথ বসু এবং উর্মিমালা বসু। দূরদর্শনের শুরু হয় ১৯৫৯ সালে। ১৯৯৭ সালে এটি প্রসার ভারতীর অধীনে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৭৫ সাল থেকে দূরদর্শন কলকাতা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রতিভাকে তুলে ধরতে বড় ভূমিকা রেখেছে। 'বর্ণময় ৫০' এই দীর্ঘ যাত্রার গর্বিত উদযাপন।

কলেরা আক্রান্তের খোঁজ

বরুণ মণ্ডল

চিকিৎসকদের মতে, বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকায় বিরল হলেও গত বছর ২০২৪–এ মহানগরে আট জনের জলবাহিত রোগ কলেরায় আক্রান্তের খোঁজ মিলেছিল। তাঁদের মধ্যে ২ জন বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। আর এবছর কলকাতা পৌর এলাকায় এপর্যন্ত ২ জন কলেরা আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। ৬৭ নম্বরস্থিত পিকনিক গার্ডেনের আফরোজ খানের (২৬) সূত্রেই চলতি ২০২৫–এর ৭ জুলাই কলকাতা পৌর এলাকায় প্রথম কলেরার দেখা মেলে। বমি, পেটে যন্ত্রণার মতো একাধিক উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। স্টুল কালচারে কলেরার জীবাণু মেলে। আর দ্বিতীয়জন হলেন বেহালার পর্ণশ্রী এলাকার ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের চার বছরের এক শিশু কন্যা। ২ আগস্ট কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

আসলে ভারি বর্ষা শুরু হতেই কলকাতায় জলবাহিত রোগের প্রকোপ শুরু হয়েছে। দূষিত জল বা খাবারদাবার থেকে টাইফয়েড তো হচ্ছেই। এরই সঙ্গে গত জুলাই মাসে কলকাতা পৌর এলাকায় কলেরাও দেখা দিয়েছে। তীব্র ডায়ারিয়া নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শিশুকন্যাটির মলের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টে শিশুটির মলে 'ভিব্রিও কলেরা ব্যাকটেরিয়া'র অস্তিত্ব মিলেছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় শিশুটির উপসর্গ ছিল ধুম জ্বর, লাগাতার জলের মতো পাতলা পায়খানা সঙ্গে বমি। চিকিৎসকদের বক্তব্য, কলেরার সংক্রমণে শরীরে দ্রুত জলশূন্যতা তৈরি হয়। ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। রক্তচাপ কমে যায়। পাতলা পায়খানার সঙ্গে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বেরিয়ে যায়। কলকাতাবাসীর কাছে চিকিৎসকদের পরামর্শ বর্ষার সময় বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ফোটানো জল খেতে হবে। খাবার–দাবারের বাসনপত্র বিশুদ্ধ জল দিয়ে ধুতে হবে। স্বাস্থ্যবিধানের মেনে চলতে হবে।

মাছ চাষে সাহায্য করবে কেএমডিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার জলাশয়গুলি যাতে আরও বেশি করে মাছ চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যে এবার কলকাতা নগরোন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কলকাতা পৌরসংস্থাকে সাহায্য করবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রথম ধাপে কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব ৫০টি জলাশয়ের জলে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে একটি বিশেষ যন্ত্র বসানো হবে। 'এয়ারেটর নামে একটি বিশেষ যন্ত্রের চাকা জলাশয়ের জলের মধ্যে অনবরত ঘোরানো হবে। আর তাতে জলে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়ে, জলে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকবে। এতে ১ কেজির উর্ধ্বে বড়ো মাছেদের পক্ষে জলের গভীরে অক্সিজেন পেতে সুবিধা হবে। একই সঙ্গে জলাশয়ের জলে যাতে কেউ জঞ্জাল ফেলতে না পারে, তাই জলাশয়ের চারপাশ নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে।

প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জলাশয়গুলিতে মূলত রুই, মৃগেল, বাটা, সরলপুঁটি, মৌরলা, তেলাপিয়া, ট্যাংরা, চ্যাং, কইয়ের মতো মাছ চাষ করা হবে। মাছ চাষে

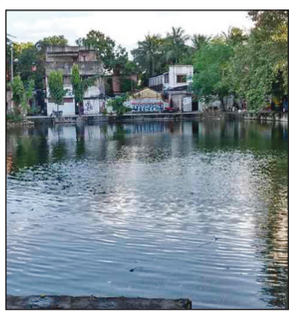

স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সামিল করা হবে। সরসুনার ৩টি ঝিল সরসুনার সোনামুখীস্থিত মহিলা দ্বারা পরিচালিত 'অঙ্কুর স্বনির্ভর গোষ্ঠী অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছে। ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কলকাতা পৌরসংস্থা বিনামূল্যে মাছ চাষের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবে। কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার এবিষয়ে জানান, জলাশয়ে মাছ চাষ করলে জলাশয়গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। এছাড়া স্থানীয় বাজারে এই বিশেষ ধরনের মাছগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কলকাতার ৫৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত উকিল ভেড়ি, ৯৫ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন বিক্রমগড় ঝিল, ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনসিপস্থিত বৃহদায়তন ঝিল নম্বর ১, ঝিল নম্বর ২ ও শকুন্তলা পার্কস্থিত ঝিল নম্বর ৩–কে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। পৌর পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ৩ মাস অন্তর জাল ফেললে মাছ ওঠার সম্ভাবনা থাকবে।

তাঁতিদের উন্নয়নে জোর সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় তাঁত দিবস উপলক্ষে জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে কলেজের ছাত্রীদের এই বিষয়ে অবগত করা হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের তত্বাবধানে তাঁতি

সেবা কেন্দ্র কলকাতা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত নির্দেশক ড. আশিষ নারায়ণ ব্যানার্জি, প্রাক্তন মেজর জেনারেল ভি এন চোতুরবেদি, জে ডি বিড়লার নির্দেশক সৌগত ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা। এদিন একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। আশিষ নারায়ণ ব্যানার্জি বলেন, তাঁত শিল্পীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁত শিল্প এবং শিল্পীদের উন্নতি এবং উন্নয়নের জন্য সদা তৎপর। সিল্ক উৎপাদনে মালদার শিল্পীরা বাংলায় প্রায় ১৫ শতাংশ জায়গা করে নিয়েছে। তুষার সিল্ক এবং মালবার সিল্ক সহ সিল্ক ভিত্তিক তাঁতের উৎপাদন বেশ লক্ষণীয় ভাবে বেড়ে গিয়েছে। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তাকে প্রশ্ন করা হয়। বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে যে বাংলার তাঁত শিল্পতে ভেজালের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায় তিনি সেই উত্তরে বলেন, ইনপোর্টমেন্ট অফ হ্যান্ডলুম রিজার্ভেশন অ্যাক্ট ১৯৮৫ আওতায় নিয়ে এসে এ বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন সভা এবং আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে তাঁত শিল্পীদের উৎসাহ জোগানো চলছে। আগামী বছরগুলিতেও এভাবেই বিস্তরভাবে কাজ করা হবে। তাঁত শিল্প শিল্পী এবং বাজার কিভাবে উন্নতি করা যায় সেই নিয়ে সকল অতিথিরা আলোচনা করেন। উপস্থিত ছাত্রীদের এ বিষয়ে উৎসাহ যোগানোর জন্য এক বক্তৃতা আয়োজন করা হয়।

জাতীয় তাঁত দিবসে শিল্পে উৎসাহ প্রদান

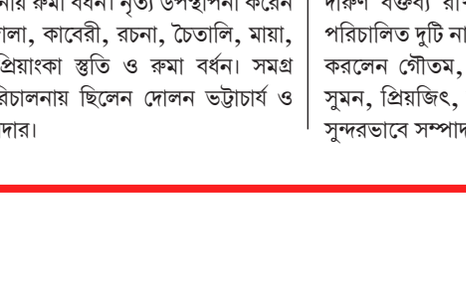

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় তাঁত দিবস উপলক্ষ্যে ৭ আগষ্ট মহিলাদের সংগঠন 'উকি'র পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে তাঁতের শাড়ির ব্যবহারের উৎসাহ তুলে ধরতে র‍্যাম্পে হাঁটলেন অভিনেত্রী রীচা শর্মা এবং অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী সুদেষ্ণা রায়। সংগঠনের কলা বিভাগের সভাপতি পারমিতা ঘোষ ও সহ সভাপতি অনিষা সিং মাটওয়ানি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো–চেয়ারপার্সন মানষী রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

বার্তা

জল ছবি: টানা বৃষ্টিতে জল মগ্ন বলাগড়ের কামারপাড়া হাই স্কুল। সেখানে ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক এবং পড়ুয়ারা। দীর্ঘ দিন ধরে স্কুলের জল নিকাশি হত পাশের একটি পুকুরে। এখন বৃষ্টির জলে ওই পুকুর ভরে জল ঢুকেছে স্কুলে। পাশাপাশি স্কুলের পিছনের খেতের জলও আসছে স্কুল প্রাঙ্গনে। **ছবি: সুব্রত মণ্ডল**

ভয়ঙ্কর ভাগীরথী: নদীর করাল গ্রাসের কবলে পূর্ব বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপ পঞ্চায়েতের চর কবিরাজপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ছয় শতাধিক বাসিন্দা। বহু পরিবার জলবন্দি। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে প্রশাসন।

খবরের জের : অলিপুর বার্তায় খবর প্রকাশের পরেই শুরু হয়ে গিয়েছে শুশুনিয়া গন্ধেশ্বরী নদীর ব্রিজের মেরামতি।

ভয়াবহ: রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড ভয়াবহ পরিস্থিতি। গোটা ওয়ার্ড জলমগ্ন, বিশেষ করে মিশন পল্লী এলাকার। একটি এটিএম সম্পূর্ণ জলের তলায়। অতিরিক্ত বর্ষণ, অকার্যকর ড্রেনেজ ও প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই এই অবস্থা বলে দাবি স্থানীয়দের। ১৪ ওয়ার্ডের একই অবস্থা। সর্বত্রই জল যন্ত্রণায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

সচেতনতা : পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুর পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা চাঁদা তুলে পাড়ার প্রাইমারি স্কুল পাড়ায় মাটির রাস্তাটি তৈরিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জানা গিয়েছে, ওই রাস্তাটি তৈরির জন্য পঞ্চায়েতের তরফে কোনও উদ্যোগ চোখে না পড়ায় পাড়ার লোকজন সিদ্ধান্ত নেন যে, চাঁদা তুলে নিজেদের শ্রমেই পাড়ার রাস্তাটি তৈরি করবেন। প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচে রাস্তাটি তৈরির জন্য প্রণব নন্দী, চায়না বিশ্বাস, শ্রীকান্ত ঘোষদের অনেকেই সাধ্যমতো চাঁদা দিয়েছেন। কিছুজন শ্রমদানের জন্য পা বাড়িয়ে দেন।

এখানে ওখানে

গীতা পাঠ ও আধ্যাত্মিক আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ শ্রাবণ দেবাদিদেব মহাদেবের জন্মদিনে দক্ষিন ২৪ পরগনার বজ বজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কালিনগর সাবমেরিন ক্লাব আয়োজন করেছিল গীতা পাঠ এবং আধ্যাত্মিক আলোচনার। দেবাদিদেব মহাদেব এবং রাধাকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গীতা পাঠ করেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর ও মধুময়

ভঙ্গিতে গীতা পাঠের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের সংগীত পরিবেশন করেন মনি মোহন কয়াল। তারপর মায়াপুর চৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীপদ ভক্তি মাধুর্য মঙ্গল মহারাজ এবং অধম বিশ্বম্ভরজী মহারাজ সনাতনী হিন্দু ধর্মের আলোচনা করেন। এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে গ্রামের প্রচুর পুরুষ মহিলা যুবক–যুবতী উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সম্পাদক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার তরুণ রায়।

চিত্রকলা প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলতামিরা আর্ট শপের উদ্যোগে চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পালের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ কলকাতার ট্রাইঅ্যাংগুলার পার্কের 'আলতামিরা আর্ট শপে'। শিল্পী বিশ্বজিৎ পালের সৃষ্টি ২০টি শিল্প এখানে প্রদর্শিত হয়। ২৩–২৫ জুলাই ৩ দিনব্যাপী প্রত্যহ দুপুর ২টো – রাত ৮টা পর্যন্ত এই চিত্রকলা প্রদর্শনী সকল বয়সের দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

প্রখ্যাত চিত্রকর ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, গ্যালারীর কিউরেটর শিল্পী রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় ও আইনজীবী অর্পণ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ উদ্যোগে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ২৩ জুলাইয়ের বিকেলে এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই প্রদর্শনীতে শিল্পী বিশ্বজিৎ

পাল তার আঁকা জোকার সিরিজ, অনামা সিরিজ, শহরকেন্দ্রিক চিত্র এবং মুখ সিরিজ দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন, যা বহুল প্রশংসিত হয়।

আগামীদিনে শিল্পীর এইরকম আরও একক এবং দলগত প্রদর্শনীর পরিকল্পনা রয়েছে বলে চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পাল জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি এযাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিদেশের গ্যালারীগুলিতে মোট ১২০টিরও বেশি চিত্র প্রদর্শনী দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

দুই সাহিত্যিককে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা কথাসাহিত্যের দুই বরেণ্য সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের জন্মের ১২৫ বছরে স্মরণ করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী গত মঙ্গলবার ৫ আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতার বাসভবনে। এই অধিবেশনে সহযোগিতা করেছেন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। অধিবেশনের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংস্থার সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। নবনির্বাচিত সভাপতি ড.নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ–সভাপতি অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুরুতেই বরণ করে নেওয়া হয়। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন অপর্ণা বিশ্বাস। বিভিন্ন সভ্যসভ্যারা ও সদস্যরা গানে,কথায় ,গল্প পাঠে, শ্রুতি নাটক পরিবেশনে এই অধিবেশনকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। অংশ নিয়েছিলেন দীপান্বিতা সেন, ড. কৃষ্ণপদ দাস, যীশু দাস, স্বাগতা পাল, গোপাল দাস, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, বিভাস দে অভিনব গুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ ভাষণ দিলেন গ্রন্থাগারের তরফ থেকে সভাপতি ভাস্কর ঘোষ।

নৃত্যে ছন্দে অর্ন্তবাহ–র ১৯ বর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্তর্বাহ–এর ১৯ তম বর্ষের বার্ষিক অনুষ্ঠান অবনমহলে অনুষ্ঠিত হয়। অন্তর্বাহ–এর কর্ণধার ও সভানেত্রী রুমাবর্ধনের নৃত্য পরিচালনা ও সূর্যনীল আইনের সমগ্র পরিচালনায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিশেষ অতিথিদের সম্মাননা জানানোর পর বর্ষার গানের ছন্দে মেতে ওঠে সকলে। 'বর্ষার ছন্দে নাচি আনন্দে' শীর্ষক এই গীতিনৃত্যের ভাষ্যরচনা ও কোরিওগ্রাফার ছিলেন রুমা বর্ধন, ভাষ্যপাঠে অর্পিতা মুখার্জী। নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন সুস্মিতা, সুতপা, অপর্ণা, অর্পিতা, রীমা, মিতু, সোমা, সীমা, পৌলমি, কৃষ্ণা, মধুমিতা, সুদীপা, মায়া, দোলা, কাবেরী ও তিন ক্ষুদে সদস্যা সখী, বৃষ্টি ও মিষ্টি। এরপরে বাদ্যযন্ত্রের অজানা কাহিনী, গল্প শোনা যায় নাচের মাধ্যমে। পহেলগাম আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নারীদের সেনানী রূপে নৃত্যপ্রদর্শন সকলের মন জয় করে।

সমগ্র পরিচালনা, নেপথ্য সঙ্গীত সুর ও ছবির তত্ত্বধানে ছিলেন সূর্যনীল আইন। ভাষ্যপাঠে সোমশ্রী অধিকারী। নৃত্য নির্দেশনায় রুমা বর্ধন। নৃত্য উপস্থাপনা করেন পামেলা, দোলা, কাবেরী, রচনা, চৈতালি, মায়া, দেবদীপা, প্রিয়াংকা স্তুতি ও রুমা বর্ধন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন দোলন ভট্টাচার্য ও তনুকা মজুমদার।

অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় কলকাতার বয়েজ ওন লাইব্রেরি হলে অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠী তাদের ১৯ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সংস্থার প্রধান শিবাশীষ সেনগুপ্ত মনোজ মিত্রের অত্যন্ত স্নেহধন্য। অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে উত্তমকুমারকে নিয়ে লেখা ১০০ কবিতার সংকলিত বই 'আলো আমার আলো' প্রকাশ করলেন অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ, প্রবীণ অভিনেতা নিমাই ঘোষ ও সুরকার গায়ক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন মানিকতলা কেন্দ্রের বিধায়িকা সুপ্তি পান্ডেও। প্রথমার্ধে সকলেই দারুণ বক্তব্য রাখলেন। দ্বিতীয়ার্ধে মঞ্চস্থ হল শিবাশীষ সেনগুপ্ত রচিত পরিচালিত দুটি নাটক স্ট্যাচুকথা ও শ্রীমান ভূতনাথ। এতে চমৎকার অভিনয় করলেন গৌতম, সৌরভ, অভিষেক, রাজেশ, রাজশেখর, সনৎ, পার্থ, সুমন, প্রিয়জিৎ, মানস প্রমুখ ওই নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা। সঞ্চালনার দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পাদন করলেন অরিন্দম দে।

‘আবৃত্তি আলোক’এর রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের প্রখ্যাত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ‘আবৃত্তি আলোক’–এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাইসেরল কলেজের কর্ণধার জয়ন্ত মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর. জে. সুমন্ত (বিগ এফ. এম.)।

অনুষ্ঠানে আবৃত্তি আলোকের শিল্পীরা পরিবেশন করেন আবৃত্তি, গান, এবং নৃত্য যার মধ্য দিয়ে উঠে আসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ধারাবাহিকতা।

অংশগ্রহণ করেন, পৃথা মণ্ডল, সুহানা আলী, অদিতি পাঠক, রূপম রায়, স্বর্ণাভ পাল, প্রিয়াংশু ঘোষ, অতলিতা দেবনাথ, প্রিয়াংগী চ্যাটার্জি, বিনায়ক দাস, প্রসিদ্ধা মাইতি, অস্মিতা দাস, শিকসা দাস, সমন্বিতা রায়, আনন্দি প্রামাণিক, কৃষ্ণা গাইন, লিপিকা প্রামাণিক, অন্নপূর্ণা ভাওয়াল, শুক্লা রায়, প্রজ্ঞা পাঁজা, সায়ন্তনী ব্যানার্জি, নম্রতা রায় চৌধুরী, সৌমদীপ রায় চৌধুরী, অনুষ্কা মিত্র, ইপ্সিতা দাস, ঈশানি ভাওয়াল, পারিজাত নস্কর, মারিয়া সুলতানা, আয়ুশ মণ্ডল, অর্কপ্রভ মিস্ত্রী, পুষ্পম রায়, মহাশ্বেতা মিস্ত্রি, পল্লব লস্কর, সুপর্ণা রায়, মিতালী মিঠু মোদক, শ্রাবণী ব্যানার্জি, বৈশাখী দেবনাথ সাহা, রূপা প্রামাণিক , সালমা বেগম ও সঞ্জয় চক্রবর্তী।

আবৃত্তি আলোকের গুরুমাতা মৌ পাঠক সিংহের সুদক্ষ নির্দেশনায় এবং সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান হয়ে উঠে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মিলনমেলা।

দুদিনের মহিলা নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনির্ধি : ২৫ এবং ২৬ জুলাই দক্ষিণ বারাসত স্টুডেন্ট্স অ্যান্ড ইউথ কালচারাল ফোরামের রুবী জয়ন্তী বর্ষ (পঞ্চম পর্ব) জয়নগরে উদযাপন করা হল মহিলা নাট্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে। যেখানে কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা থেকে ৫ টি মহিলা নাট্যদল অংশ নেন। এব্যাপারে ফোরামের রুবী জয়ন্তী বর্ষ কমিটির সম্পাদক দিবেন্দু মুখার্জি বলেন, ‘২০২৪ এর ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে এই মহিলা নাট্য উৎসব তারই ৫ম পর্ব। আগামী ১৩–১৪ সেপ্টেম্বর রুবী জয়ন্তীর ষষ্ঠ পর্বে রয়েছে স্কুল স্তরের নাট্য উৎসব যা দক্ষিণ বারাসত শিবদাস আচার্য হাই স্কুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে জেলা ও জেলার বাইরের ১০টি স্কুল ছাত্রছাত্রীদের নাট্যদল যোগাযোগ করেছে। এছাড়া দক্ষিণ বারাসত সংস্কৃতি মেলার এটি রজতজয়ন্তী বর্ষ যা আগামী ২৪–৩১ ডিসেম্বর অন্যান্য বারের মতো দক্ষিণ বারাসত শিবদাস আচার্য হাই স্কুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। এবং এই রজতজয়ন্তী বর্ষের সেরা আকর্ষণ হল ন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল আমাদের জেলাতে প্রথম। ইতিমধ্যে ৬ টি ভিন রাজ্যের নাট্য দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফোরামের এই কর্মকাণ্ডে দক্ষিণ বারাশত ছাড়াও জেলার সংস্কৃতি ও নাট্য সংস্থাগুলো উৎসাহিত।’

সুন্দরবনে সাহিত্যচর্চা

প্রশান্ত সরকার : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী ব্লক। যেখানে নদী, কাদা মাটি আর জঙ্গলের মধ্যে সংগ্রাম করে টিকে আছেন হাজার হাজার মানুষ, সেই জনপদে ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী সাহিত্য সম্মেলন ও সুন্দরবন ঐকতান পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশ।

এই সম্মেলনের আয়োজন হয় বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি প্রভুদান হালদারের বাড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবনের লেখক, কবি, ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করে সাহিত্যচেতনার বিস্তার ঘটানো এবং সাহিত্যের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা।

একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে কবি, লেখক, শিক্ষক, আইনজিবী, ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা সাহিত্য নিয়ে গভীরভাবে মগ্ন হলেন আলোচনায়, আবৃত্তিতে ও কবিতা পাঠে।

উপস্থিত ছিলেন অনাবাসী ভারতীয় আইজিএফ–এর সভাপতি গনেশ সেনগুপ্ত, জয়গোপাল পুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড়, শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক অমল নায়েক ও সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শিক্ষারত্ন বিবেক পাল, বিশিষ্ট কবি হিমাংশু মিস্ত্রী, সমাজসেবী সফিক সেখ সহ আরও অনেকে। সকলেই তাঁদের রচনায় তুলে ধরেন এই জনপদের জীবনের রূঢ় বাস্তব, আশাবাদ এবং স্বপ্ন।

সম্মেলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত ছিল বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র ‘সুন্দরবনের ঐক্যতান’ পত্রিকার ষান্মাসিক সংস্করণের প্রকাশ। পত্রিকায় স্থান পেয়েছে সুন্দরবনের প্রতিভাবান লেখকদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও শিশু সাহিত্য। কবি ও লেখকরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, যার প্রতিটি পঙক্তিতে ধরা পড়ে নদীর ঢেউ, বৃষ্টির শব্দ, ঝড়ের আতঙ্ক এবং জীবনের তীব্র টানাপোড়েন।

এরপর শুরু হয় গঠনমূলক সাহিত্য আলোচনা, যেখানে তরুণ সাহিত্যপ্রেমী ও শিক্ষকরাও অংশ নেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, সাহিত্যচর্চা কিভাবে একটি প্রান্তিক জনপদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে পারে, নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করার কৌশল এবং লোকসাহিত্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া। শিক্ষারত্ন অমল নায়েক বলেন, ‘সুন্দরবনের ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও মানুষের সংগ্রামের কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হলে আমাদের সাহিত্যকেই হাতিয়ার করতে হবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও ভাবতে শিখতে হবে– সেখানে কবিতা,গল্প, লোককথা আমাদের পথ দেখাতে পারে।’

বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি প্রভুদান হালদার বলেন, ‘এই বাড়িতে বহুবার গানের আসর হয়েছে, কবিতা পাঠ হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। আমি চাই এই বাড়ি শুধু আমার না হোক—এই অঞ্চলের সাহিত্য প্রেমীদের একটা জায়গা হয়ে উঠুক।’

বাসন্তীর প্রভুদান হালদারের বাড়িতে আয়োজিত এই সাহিত্য সম্মেলন প্রমাণ করে দেয়, সাহিত্যচর্চার জন্য প্রাসাদ বা মঞ্চের দরকার হয় না, দরকার শুধু একটি উন্মুক্ত মন ও উদ্যোগী হৃদয়। সুন্দরবনের জীবনসংগ্রাম, প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক রসধারাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠছে এক নতুন সাহিত্যধারা, যা হয়তো একদিন পৌঁছে যাবে দেশ–বিদেশের পাঠকের কাছে।

মনোজ্ঞ কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা নন্দন চত্বরে জীবনানন্দ সভাগৃহে ২৫ জুলাই পরিধি ছাড়িয়ে সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত মনোরম অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন ঘটে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দলিত সাহিত্যিক তথা বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। পরে তিনি বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশ করেন। সংস্থার কর্ণধার বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূতের জীবনে ছোট থেকেই লেখালেখি এবং শ্রুতি মধুর আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক ও সঞ্চালনার বহুমুখী কাজের জন্য হুগলি প্রেসক্লাবের তরফ থেকে তাঁকে সম্মানিত করেন। তিনি বলেন, সম্মান ও শ্রদ্ধার এক মুহূর্ত। আমার হৃদয় শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। উপস্থিত ছিলেন গিনেস বুক রেকর্ডধারী সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন, তরুণ আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী। উজ্জ্বলবাবু বলেন, কবিতা আমাদের মনকে প্রখর করে, সমৃদ্ধ করে। কবিতা গদ্য ও ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ছুঁয়ে আছে প্রবলভাবে। এছাড়া ছিলেন কবি তমা কর্মকার, গৌতম দত্ত, গোরাচাঁদ রায় চৌধুরী, রামলীঙ্গম প্রমুখ। মধুমিতা ধূতের উপন্যাস সংস্করণ দ্বিতীয় ‘তোমার জন্য’ প্রকাশিত হয়। এছাড়া বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ পায়। জয়দীপ রায়চৌধুরীর ‘পায়ে পায়ে পথ চলা’, কনকচন্দ্র হালদারের ‘মন আবেগ’ আশিস মণ্ডলের ‘সাধ মিঠে সমাধি’। প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবিরা উপস্থিত হন। উপচে পড়া ভিড় দেখে বোঝা যায় দর্শকরা অনুষ্ঠান খুব উপভোগ করেছেন।

পুস্তক সমালোচনা

অস্ফুট কথার পরিস্ফুট রূপায়ণ

বিধান সাহা : ৫৪টি কবিতা নিয়ে শেফালি সরকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আমার কবিতা’। গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করেছেন কবি তারাশঙ্কর দত্ত। তিনি বলেছেন, শেফালি সরকারের কবিতার প্রাণশক্তি হল তাঁর স্বভাবজাত সারল্য, অনুচ্চ প্রাঞ্জল ভাষা। গ্রন্থে পরিবেশিত কবিতাগুলির মধ্যে দুটি পর্যায়কে লক্ষ করেছেন তিনি। পর্যায় দুটির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, একটি হোল নিমগ্ন প্রেমের লাবণ্যময় নিবেদন,অপরদিকে রয়েছে সচেতন নারী সত্তার অনিবার্য উত্থান।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা শিল্পী। ২১ পংক্তির কবিতাতে মা দুর্গার মূর্তি তৈরির ছবি ফুটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত কবি বলতে পেরেছেন, তুমি শিল্পী, না তুমিই প্রতিমা/ঘোর লাগে আমার চোখে।

মনের গোপনে যে কথাগুলি লুকিয়ে ছিল, সেকথাই উৎসারিত হয়ে ধরা পড়ে কবিতার অবয়বে। কবি এক অদৃশ্য সত্তার মুখোমুখি হয়ে অস্ফুট কথাগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলেন। সজীব হয়ে ওঠে কবিতাগুলি। পাঠকের মন এক অনাস্বাদিত স্বাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বরাভয়, নারী, ওগো মেয়ে, সেই মেয়ে, প্রিয়তমা, মানুষ, তোমার কথা, বৃষ্টি এল, বসন্তে– কবিতাগুলি কখন যে অন্তর ছুঁয়ে যায় তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। গ্রন্থের শেষ দুটি কবিতা করোনা সংক্রান্ত। শেষ কবিতায় করোনাকে মোকাবিলা করার নানা প্রসঙ্গ ফুটে উঠেছে। শেষ পংক্তিতে কবি বলেছেন, দেখবে কেমন সুস্থ থাকো, থাকবে না আর ভয়ে।

উপমার ভারে জর্জরিত নয় কবিতাগুলি। নিতান্ত আটপৌরে শব্দ দিয়েই কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন কবি। তাইতো কবিতাগুলি সহজেই পাঠকের মনের গভীরে পৌঁছে যায়। কবিকৃত প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই প্রশংসনীয়।

আমার কবিতা –শেফালি সরকার। প্রকাশক :– সম্বিত সরকার, ২১/ সি, মুর এভিনিউ, কলকাতা – ৭০০০৪০, মূল্য – ৫০ টাকা মাত্র।

খেলা

আতশ কাচে

ডঃ বি সি রায় ট্রফি
মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটে ডঃ বি সি রায় ট্রফি অনুর্দ্ধ-১৬ জুনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের টায়ার টু-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উত্তর প্রদেশ। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে অসমকে পরাজিত করেছে।

ঋদ্ধি কোচ
বাংলার অনূর্দ্ধ-২৩ ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা। ভারতের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা, ইডেন গার্ডেনে প্রথম দিনের অনুশীলনে ঋদ্ধিমানের সাথে উপস্থিত ছিলেন দলের কোচ উৎপল চ্যাটার্জি এবং দেবব্রত দাস।

লড়াইয়ে বাংলা
বাংলা মহিলা ফুটবল দল জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ সি তে জায়গা পেয়েছে। এবার মহিলাদের জাতীয় সাব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ২টি টায়ারে মোট ৩১টি দল অংশ নেবে। বাংলা ছাড়াও গ্রুপ সিতে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ওড়িশা রয়েছে।

জিতল বাগান
যাদবপুরের কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপ ফুটবলের ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস ৪-০ গোলে বিএসএফকে হারিয়ে দিয়েছে। প্রথমার্ধে মোহনবাগান ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। সবুজ মেরুন দলের হয়ে লিস্টন কোলাসো দুটি, মণবীর সিং ও এস সামাদ একটি করে গোল করেছেন।

ভারত তৃতীয়
ওভাল টেস্টে রুদ্ধশ্বাস জয়ে ভারত ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ ড্র করেছে। ওভাল টেস্টে জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রম তালিকায় ভারত এক ধাপ উঠে তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। ওভালে জয়ী হয়ে ভারত ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। উল্লেখ্য, এই টেস্টের আগে ইংল্যান্ড ৩ নম্বর স্থানে ছিল, বর্তমানে তারা চতুর্থ স্থানে আছে।

মহমেডানের হার
নৈহাটি স্টেডিয়ামে কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ০-১ গোলে পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়েছে। খেলার ৬০ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেছেন মনোরঞ্জন সিং।

হারল ইস্টবেঙ্গল
কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশন ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারিয়ে দেয় পুলিশ এসি। ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে ম্যাচের ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মহম্মদ আমাল নাঈমের গোলের সুবাদে বিরতিতে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল পুলিশ এসি। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৫ মিনিটে উজ্জ্বল হাওলাদার দ্বিতীয় গোলটি করেন।

শীর্ষে হাম্পি
ভারতের দাবাড়ু গ্র্যান্ডমাস্টার কোনেরু হাম্পি ফিডে দাবা র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথমস্থানে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত মহিলা র‍্যাঙ্কিংয়ে হাম্পি ২২৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন। জর্জিয়ার বাতুমীতে আয়োজিত দাবা বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছেন তিনি। হাম্পি ছাড়াও এবারের দাবা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যা দেশমুখ ১৪০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

দিব্যাকে সংবর্ধনা
ভারতের তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার ও ফিডে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দিব্যা দেশমুখকে এক জমকালো

সংবর্ধনা দিল মহারাষ্ট্র সরকার। নাগপুরে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ১৯ বছর বয়সী দিব্যা দেশমুখকে মহিলা দাবা বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সম্মানিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী তরুণ দাবাড়ুকে ৩ কোটি টাকার চেক তুলে দেন। দিব্যা সম্প্রতি ২৮ জুলাই জর্জিয়ার বাতুমিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

সিএবির সভাপতির পদে লড়াইয়ে নামবেন সৌরভ

সুমনা মণ্ডল: আবার প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে প্রশাসক সৌরভ গাঙ্গুলির। সিএবির প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াচ্ছেন মহারাজ। ২০ সেপ্টেম্বর সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা। তার আগেই বড় ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন সৌরভ। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতির পদের জন্য লড়বেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এবার তাতে সিলমোহর দিলেন খোদ সৌরভ। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়বেন। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হবে কিনা সেটা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। সিলেকশন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সৌরভের সিএবির মসনদে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। এর আগেও সিএবির সভাপতি ছিলেন। তারপর বিসিসিআইয়ের সভাপতি হন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের কমিটিতেও আছেন। ক্রিকেট পরবর্তী

জীবনে তাঁকে একাধিক ভূমিকায় দেখা যায়। সফল অধিনায়কের পাশাপশি প্রশাসক হিসেবেও সফল সৌরভ।

বোর্ডের সভাপতিত্ব ছাড়ার পর আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত হন। দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট ডিরেক্টরের ভূমিকা পালন করেন। কয়েকদিন আগেই ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার বিষয়ে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তাঁর কাছে প্রশ্ন ছিল, রাজনীতি না কোচিং। দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নেন। সৌরভ জানান, ভারতীয় দলকে কোচিং করাতে ইচ্ছুক তবে আপাতত সেই পরিকল্পনা স্থগিত রাখছেন। আবার ফিরছেন ক্রিকেট প্রশাসনে। সিএবির অন্দরমহলে বর্তমানে অনেক কিছু চলছে। সৌরভ সভাপতির পদে এলে অনেক অঙ্কই বদলে যাবে।

এদিকে ৩০ আগস্ট সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আগের দু"বছরের মতো এবারও ধনধান্য অডিটোরিয়ামে হবে। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যুবরাজ সিং, জাহির খান এবং হরভজন সিংকে। বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পাবেন সুদীপ ঘরামী। জেন্টলম্যান ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ারের পুরস্কার পাবেন শাহবাজ আহমেদ। বর্ষসেরা ফাস্ট বোলার সায়ন ঘোষ। রঞ্জি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীর পুরস্কার পাবেন সুদীপ চ্যাটার্জি ও সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির পুরস্কার পাবেন সুরজ সিন্ধু জয়েসওয়াল। মেয়েদের বর্ষসেরা ক্রিকেটার তনুশ্রী সরকার। মেয়েদের ক্রিকেটে টি-২০ ফরম্যাটে সর্বোচ্চ রানের পুরস্কারও তিনিই পাবেন। একদিনের টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রানের পুরস্কার পাবেন ধারা গুজ্জার। মেয়েদের একদিনের টুর্নামেন্ট এবং টি-২০ তে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারীর পুরস্কার পাবেন সাইকা ইশাক।

পরীক্ষার সামনে ভারতের কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এমন একটা সময়ে খালিদ জামিলকে ভারতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হল, যখন ভারতীয় ফুটবলে এক কঠিন সময় চলছে। ১৩ বছর পরে কোনও ভারতীয় কোচকে জাতীয় দলের দায়িত্ব পাওয়াটা যেমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনই ভারতীয় দলকে এই জায়গা থেকে তিনি যদি টেনে তুলতে পারেন, তা হলে তা হবে আর এক ঐতিহাসিক সাফল্য। এএফসি প্রো লাইসেন্স অর্জনকারী জামিল আই-লিগ, আই-লিগ ২ এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এ কোচিং করিয়েছেন। আইজল এফসি-কে আই-লিগ জেতানোর সময় থেকেই কোচ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন তিনি। এই ক্লাবের একমাত্র শীর্ষস্থানীয় শিরোপা ছিল সেটি। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় সাফল্য হিসেবে লেখা থাকবে তাদের এই কীর্তি। তিনি ২০২৩-২৪ মরশুমের মাঝপথে জামশেদপুর এফসির দায়িত্ব নিয়ে দলকে সুপার কাপের সেমিফাইনালে নিয়ে যান এবং পরবর্তী মরশুমে রানার্স আপ ও আইএসএল সেমিফাইনাল পর্যন্তও পৌঁছে দেন। তার আগে ২০২০-২১ মরশুমে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কেও সেমিফাইনালে তোলেন তিনি। বিভিন্ন দলকে তৈরি করে তাদের সাফল্যের দোরগোড়ায় এনে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি যেমন লড়াই করেছেন, তেমনই সফলও হয়েছেন। তবে এটা এটাও মনে রাখতে হবে, ক্লাব ফুটবলের এই লড়াইয়ে তিনি পেয়েছেন বিদেশি ফুটবলারদের এবং সেই লড়াইয়ে তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে পেয়েছেন, আন্তর্জাতিক ফুটবলে জামিলকে আরও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দল নামাতে হবে। যেমন ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে জামিলের প্রথম পরীক্ষাই বেশ কঠিন হতে চলেছে। এ মাসের শেষ দিকে কাফা নেশনস কাপে তাঁর দল মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইরান, ফিফার ক্রমতালিকায় যারা আছে ২০ নম্বরে, ২০২৩ এশিয়ান কাপ কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট তাজিকিস্তানের, যারা রয়েছে ১০৬-এ এবং আফগানিস্তানের (১৬১)। বর্তমানে ফিফা ক্রমতালিকায় ১৩৩ নম্বরে থাকা ভারতের সামনে বেশ কঠিন লড়াই। ইগর স্টিমাচ যখন ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন, সেই সময়, ২০২৩-এর জুলাইয়ে ভারত ক্রমতালিকায় ৯৯ নম্বরে উঠে গিয়েছিল। সেই বছরই ডিসেম্বরে ১০২-এ নেমে আসে। পরের ১৯ মাসে ভারত ৩১ ধাপ নেমে গিয়েছে, যা এক নেতিবাচক নজির বলা যায়।

এই জায়গা থেকে ভারতকে ফের টেনে তুলতে পারবেন কি না জামিল, সে প্রশ্ন অনেকেরই। কিন্তু

ভারতীয় ফুটবলে সুদিন আনার জন্য জামিলকে কোন কোন হার্ডল অতিক্রম করতে হবে, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭-এর বাছাইপর্ব এখন জাতীয় দলের প্রধান লক্ষ্যগুলোর একটি। যে জায়গায় রয়েছে তারা, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে তাদের যথেষ্ট লড়াই করতে হবে। গ্রুপ সি-তে দু'টি ম্যাচ খেলে বর্তমানে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের একেবারে নীচে রয়েছে ভারত। বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করেছে এবং হংকংয়ের কাছে হারের পর এমনই অবস্থা সুনীল ছেত্রীদের।

অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে পরপর দু'টি ম্যাচ রয়েছে ভারতের, যা এই অভিযানের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তার আগে আগে, কাফা নেশনস কাপের লড়াই। এই ম্যাচগুলি শুধুমাত্র দলের মধ্যে সঠিক রসায়ন তৈরির জন্য নয়, এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের আগে কৌশলগুলি পুরোপুরি ভাবে গুছিয়ে নেওয়ার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এর আগে দেশের ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম টানা দু'বার এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করেছিল ভারত। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জামিলের কাজ হবে বাছাইপর্বের অভিযানকে স্থিতিশীল করা এবং ভারতকে আবারও মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের যোগ্যতা অর্জনের দৌড়ে ফিরিয়ে আনা।

জামিলের প্রশিক্ষণের দর্শন একেবারেই আলাদা। তিনি ভারতীয় ফুটবলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন বাস্তববাদী কৌশলবিদ হিসেবে। তাঁর দলকে দমানো কঠিন এবং পাল্টা আক্রমণে তাঁর দল অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ২০২০-২১ আইএসএল মরশুমে তাঁর প্রশিক্ষণে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র নজরকাড়া পারফরম্যান্স এবং ২০২৪-২৫ মরশুমে জামশেদপুর এফসি-কে আইএসএল প্লে-অফে তোলার মাধ্যমেই তাঁর সেই দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতের প্রয়োজন একটি স্পষ্ট রূপরেখা, বিশেষ করে সেই ম্যাচগুলিতে, যেখানে খুব ছোট ব্যবধানে ফলাফল নির্ধারিত হয়। জামিল যদি এমন একটি দল গড়ে তুলতে পারেন, যারা বল-সহ ও বল ছাড়া, দুই পরিস্থিতিতেই তাদের কী করণীয় তা ঠিকমতো বুঝতে পারে, তা হলে তিনি ভারতীয় ফুটবল দলের সমস্যার একটি বড় অংশের সমাধান করে ফেলতে পারবেন। এই কাজটা কী ভাবে করবেন তিনি, তা তাঁকেই ঠিক করতে হবে।

জিম করতে গিয়েই মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরাট কোহলির মতোই নিজের ফিটনেস রাখতে চেয়েছিলেন। তার জন্যই জিমচর্চা করে যেতেন। সেই জিমে শরীরচর্চাই কাল হল তরুণ ক্রিকেটার প্রিয়জিত ঘোষের(২৩)। জিম করতে করতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকেই এই মৃত্যু বলে জানা গেছে। তার বাড়ি বীরভূমের পাঁড়ুই থানার শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে। ২০১৮-১৯ সালের আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ছিলেন। তার জন্য সিএবির পদকও পেয়েছিলেন তিনি। উদীয়মান এই ক্রিকেটারের অকাল মৃত্যুতে ক্রিকেট মহলে ও এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। শোকের ছায়া ময়দানেও। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে প্রিয়জিত বোলপুরের মিশন কম্পাউণ্ডে একটি জিমে শরীরচর্চা করতে গিয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান। তাঁকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর্থাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রিয়জিতের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর স্বপ্ন ছিল পরবর্তীতে রঞ্জিত কাপ খেলবে। সেই গণ্ডি পেরিয়ে দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন ছোট থেকে। তা আর হল না। অকালে প্রাণ হারালেন উদীয়মান এই ক্রিকেটার। প্রিয়জিতের মতো তরতাজা প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ার পর অনেকেই বলছেন, শুধুমাত্র শরীরচর্চা নয়, জিমে যোগদানের আগে একজন তরুণের পূর্ণ স্বাস্থ্যপরীক্ষা, উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও সঠিক দিশা থাকাটা জরুরি। তাঁর মতো একজন ফিট ক্রিকেটার এভাবে মৃত্যুর কোলে কীভাবে ঢলে পড়লেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পাড়ুই থানার পুলিশ।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজ। ভাবা যায়, সিরিজের ৫ ম্যাচের প্রত্যেকটা গড়িয়েছে ৫ দিন পর্যন্তই। যে টেস্ট ক্রিকেট আড়াই বা তিন দিন, বড়জোড় ৪দিনেই শেষ হতে দেখা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল দর্শকদের, তাঁরাই উত্তেজনা

উপভোগ করলেন টানা ৫দিন ধরে। টেস্টের ইতিহাসে মাত্র ৪ বার এমন হয়েছে যে, সিরিজের ৫টা টেস্টই ৫ দিনে গড়িয়েছে। প্রথম হয়েছিল ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। ২০০৪-০৫ অ্যাশেজ সিরিজে। শেষ বার ২০১৭-১৮ অ্যাশেজ সিরিজে ৫ টেস্টই ৫ দিনে গড়িয়েছিল। সেই সিরিজ অস্ট্রেলিয়া ৪-০ জিতেছিল। তার ৭ বছর পর আবার ৫ টেস্টের সিরিজ হল। ভারত ও ইংল্যান্ড ২-২ ড্র করল। ওভাল টেস্ট জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তালিকায় এক ধাপ উঠে এসেছে ভারত। সরিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডকে। আপাতত ৫ টেস্টে ভারতের ২৮ পয়েন্ট। শতাংশের বিচারে পয়েন্ট ৪৬.৬৭। ইংল্যান্ডের ২৬ পয়েন্ট এবং পয়েন্ট শতাংশ ৪৩.৩৩। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে রান হয়েছে মোট ৭১৮৭। ভেঙে চূড়ে গিয়েছে অনেক রেকর্ড। মাঠের ক্রিকেটের বাইরেও তাক লাগানো ঘটনা ঘটেছে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান মনে রাখার মতো

* ওভাল টেস্টে মাত্র ৬ রানে জয় পেয়েছে ভারত। যা ভারতের টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে কম ব্যবধানে জয়।
* এক সিরিজে মহম্মদ সিরাজ ২৩টি উইকেট নিয়েছেন। যা এবার সর্বোচ্চ। ২০২১-২২ সালে ভারতের শেষ ইংল্যান্ড সফরে ২৩ উইকেট নিয়েছিলেন বুমরাহ।
* সিরিজে ভারতীয় পেসারদের উইকেট শিকার মোট ৭০। সিরিজে ভারতীয় পেসারদের ৫ উইকেট নেওয়ার সংখ্যা ৫।
* ৭১৮৭ রান, সিরিজে দুই দল মিলিয়ে এটাই রান সংখ্যা। টেস্টে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে যা সর্বোচ্চ। ভারতের এই সিরিজে মোট রান ৩৮০৯। যা পাঁচ ম্যাচের সিরিজে সর্বোচ্চ।
* শুভমন গিল ৭৫৪ রান করে ভেঙেছেন গ্রাহাম গুচের রেকর্ড। গিল ছাড়িয়ে যান গাভাসকরকেও, ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ রান করেন।

টিটি খেলোয়াড় ও কোচেদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বমহিমায় বাংলার টেবিল টেনিস। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দাপট ফিরে এসেছে বাংলার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের। জাতীয় স্তরে বাংলার প্যাডলারদের এই সাফল্য আদতে এই রাজ্যের গর্ব দেশের বাকি রাজ্যের ঈর্ষা। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার রেজোলিউশনের কথা বললেন বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব শর্মী সেনগুপ্ত। ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল, এই রাজ্যের প্যাডলাররা শুধু জাতীয় স্তর নয় আর্ন্তজাতিক স্তরে সাফল্যের জয়গাঁথা গেঁথে চলেছেন। এমনকি তাদের দাপটের সামনে নতজানু হয়েছে চিনের প্যাডলাররা। ঐহিকা মুখার্জী থেকে সুতীর্থা মুখার্জীর নাম এখন বাংলার ঘরে ঘরে। মুখার্জীদের সাফল্যের আলোর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অঙ্কলিকা, আরুষী নন্দী, সিন্ড্রেলা দাসরা উঠে আসছেন। উঠে আসছেন অঙ্কুর ভট্টাচার্য, বোধিসত্ত্ব চৌধুরী, পুনীত বিশ্বাসরাও। বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন অনেক সাফল্যের ভিড়ে গত ২ বছর সবচেয়ে সফল একডজন সেরা প্যাডলার এবং ৪ জন সফলতম কোচকে সংবর্ধিত করল বাইপাসের ধারে একটি রেস্তোরাঁয়। আর্ন্তজাতিক টুর্নামেন্টের ব্যস্ততায় উপস্থিত থাকতে পারেননি ঐহিকা মুখার্জী, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, সিন্ড্রেলা দাস। একই কারণে থাকতে পারেননি কোচ সৌরভ চক্রবর্তীও। উন্নতির জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টার আরও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন। আরেক ক্রীড়াগুরু তপন চন্দ্র জানিয়েছেন এবার থেকে বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমীতে সকলের প্র্যাকটিসের সুবিধা থাকবে ও পরিকাঠামোগত সবরকম সুবিধা দেওয়া হবে। বাংলার টেবিল টেনিসের ধারাবাহিক সাফল্য এবং কর্মসূচী যে আগামীদিনে বেশি করে আসতে চলেছে তার ইঙ্গিত রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থার সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। সব মিলিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা দিনে টেবিল টেনিস জগতের চাঁদের হাট বিএসটিটিএ-র অনুষ্ঠানে।

টিটি খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কৃত হলেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, বোধিসত্ত্ব চৌধুরী, পুনিত বিশ্বাস, অঙ্কোলিকা চক্রবর্তী, আদিত্য দাস, সোহম মুখার্জী, সিন্ড্রেলা দাস, আয়ুশী নন্দী, প্রতীতি পাল, রূপম সরদার। আর ৪ কোচ হলেন ক্রীড়াগুরু তপন চন্দ্র সৌরভ চক্রবর্তী শুভজিত সাহা অনিন্দিতা চক্রবর্তী।

মেদিনীপুরের ছাত্রীর ইংলিশ চ্যানেল জয়ে খুশি গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী সাঁতারু আফরিন জাবি জয় করলেন ইংলিশ চ্যানেল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ঘোষ বলেন, 'গর্বের মুহূর্ত! অখণ্ড মেদিনীপুরের বুকে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল। সাহসিনী আফরিন দুর্গম ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন। ওঁর সময় লেগেছে ১৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট'। তিনি আরও জানিয়েছেন, ভারতীয় সময় ৭টা ৪৫ মিনিটে আফরিন ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে সাঁতার শুরু করেন। ডোভার থেলে উত্তর ফ্রান্সের ক্যাপ-গ্রিস-নেজ পর্যন্ত (ডোভার প্রণালী) প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। যা তার ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য বলেও মনে করছেন মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাবের এই প্রশিক্ষক। মেয়ের জয়ে খুশি বাবা শেখ পিয়ার আলি। তিনি জানিয়েছেন, 'মেয়ের জয়ে উচ্ছ্বসিত। একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তবে ঠিক আছে।' গত ৯ জুলাই মেদিনীপুর থেকে দিল্লি হয়ে ইওরোপে পাড়ি দেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্যে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আফরিনের চ্যানেল

অতিক্রম করার কথা ছিল। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক থাকায় তার আগ ২৯ জুলাই চূড়ান্ত লক্ষ্যে অবতীর্ণ হন আফরিন। এই প্রথম মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাব কোনো সাঁতারু এই দুর্গম জলপথ অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সাহসী সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাতে মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাব কর্তৃপক্ষ ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে সংবর্ধনা জানান হয়। পাশাপাশি শুভেচ্ছা জানানো হয়েছিলো মেদিনীপুর জেলা স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাডেমী, মেদিনীপুর লায়ন্স ক্লাব, মেদিনীপুর সুইমিং এসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে।

অভাবের সংসারেও ছেলের গায়ে উঠছে জাতীয় দলের জার্সি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবা অ্যাম্বুলেন্স চালক। মা গৃহবধূ। সংসারে দারিদ্র্যের দিনলিপি রোজকার ঘটনা। তবু দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গিয়েছেন। অবশেষে মিলল সেই সাফল্য। জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি পরে মাঠে নামতে চলেছেন উত্তর ২৪ পরগনার হাবরার ছেলে সাহিল হরিজন। সামাজিক মাধ্যমে সাহিলের এই কৃতিত্বের জন্য শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে চলেছে। শুভেচ্ছা এসেছে শুভাকাঙ্ক্ষীদের থেকেও। হাবরা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাহিল। হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পাশে তাঁর বাড়ি। বাবা অজয় হরিজন হাবরা পুরসভার অ্যাম্বুলেন্স চালক। মা মিঠু হরিজন গৃহবধূ। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল

অন্তপ্রাণ সাহিল। সারাক্ষণই তাঁর মাথায় ঘুরত ফুটবল। ছেলের ফুটবলের প্রতি এই নেশা দেখে মাত্র ৬বছর বয়সেই তাঁকে অশোকনগরের একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন বাবা। সংসারে অভাব লেগেই থাকত। তবু, বাবা-মা সে সব তাঁকে বুঝতে দেয়নি কখনও। কিন্তু ছোট্ট সাহিল সবই বুঝতেন। তাই, চোয়াল শক্ত করে ফুটবলের নিবিড় অনুশীলন করে গিয়েছেন। তাঁরই পরিশ্রমের ফল হিসেবে সাহিল ডাক পান জাতীয় দল থেকে। অনূর্ধ্ব ২৩ ভারতীয় ফুটবল দলে সুযোগ পেয়েছেন হাবরার এই প্রতিভাবান ফুটবলার। ভারতীয় জাতীয় দলের জার্সি পরে এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ কাপে মাঠে নামবেন তিনি। দেশের হয়ে খেলার জন্য ইতিমধ্যে হাবরার মাটি ছেড়ে রওনা হয়ে গিয়েছেন সাহিল। এ নিয়ে সাহিলের অ্যাম্বুলেন্স চালক বাবা অজয় হরিজন বলেন, 'ছেলেটাকে ভালো খেতে দিতে পারিনি। ওর বয়সের ছেলেদের কোনও চাহিদাই আমি পূরণ করতে পারিনি। কঠোর পরিশ্রম করে ছেলে আজ দেশের হয়ে খেলার ডাক পেয়েছে। খেলার মাঠে ও যেন সেরাটা দিতে পারে। দেশকে যেন জয় এনে দিতে পারে, সেই কামনাই করি ঈশ্বরের কাছে। 'এদিকে, সাহিলের এই কৃতিত্বে ভীষণ খুশি পাড়া-প্রতিবেশীরা। খুশি তাঁর জীবনের প্রথম ফুটবল কোচ সৌরজিৎ দাসও। তাঁর কথায়, 'মাঠে প্রথম দিন থেকেই দেখেছি, সাহিলের পায়ে অসাধারণ স্কিল আছে। সেই সঙ্গে আছে দুরন্ত গতি ও গোল করার ক্ষমতাও। আমার বিশ্বাস, দেশের হয়ে সাহিল সেরাটা উজাড় করে দেবে।' অন্যদিকে, দেশের জার্সিতে খেলার সুযোগ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা ফুটবলার সাহিল। তিনি বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়ে একদিন মাঠে নামব। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে প্রথম ধাপে সুযোগ পেয়েছি। সবার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ থাকলে আমি নিশ্চয়ই আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। খেলার মাঠে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com